একাকী নিভৃতে
সাইদ হোসেন

একাকী নিভৃতে

***

সাইদ হোসেন

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০০৮

Date of first edition publication: April, 2008

সাইদ হোসেন কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

© Published by Sayed Hossain

Contact Address:

যোগাযোগ:

Sayed Hossain
Faculty of Management
Multimedia University
63100 Cyberjaya, Malaysia
E-mail: sayed.hossain@yahoo.com

On line publication at URL: www.sayedhossain.com

ISBN No. 978-983-43934-1-0

** The ISBN number is provided by the National Library of Malaysia.

প্রচ্ছদ এবং অলংকরণে : সাইদ হোসেন

© Ekaki Neevreete, A Bengali novel written by Sayed Hossain.

।। এক ।।

নন্দলাল দত্ত লেন

বর্ষাকাল । সকাল থেকেই বৃষ্টি । আকাশে তেমন মেঘ নেই, তারপরেও বৃষ্টি ঝরে চলেছে নিরন্তর । সকাল, দুপুর আর রাত ।

পুরোনো ঢাকার নন্দলাল দত্ত লেনের অনেক অংশ বৃষ্টিতে ভরে গেছে । বাইরে বেরুতে হলে পানি পাড়াতে হবে, মনে হলো কনার । এদিকে অফিসের গাড়ি একটু পর সেন্ট গ্রেগরী সকুলের সামনে দাঁড়াবে । এখন না বেরুলে না ।
ফরিদ সাহেব, কনার বাবা দরজা পর্যন্ত এলেন । কোথাও যদি রিকশা পাওয়া যায় ।
কনাদের বাড়ীর উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে রিকশা যাচ্ছে আর আসছে । সব গুলোতে মানুষ ঠাসা ।

কেউ রিক্সার হুড তুলে প্লাষ্টিক পেচিয়েছে । আবার অনেকে ছাতা দিয়ে শরীর ঢেকেছে ।

বৃষ্টির দিনে রিক্সা পাওয়া কঠিন হবে, মনে হলো কনার ।
সেন্ট গ্রেগরী সকুল পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া যায় । কিন্তু রাস্তায় উপচে পড়া কাদাপানি পাড়াতে ইচ্ছে হলো না তার ।
এই যে ভাই যাবেন ? কনা ডাক দিলো ছেলে বয়সের এক রিকশাওয়ালাকে ।
কই যাবেন আপা ?
সেন্ট গ্রেগরী সকুলের সামনে ।
না আপা । এতো কাছে খ্যাপ লই না ।
কনা জানে রিকশাওয়ালারা এতো কাছে যেতে চায় না । প্রতিদিন কনা হেঁটে যায় সেন্ট গ্রেগরী সকুল পর্যন্ত । আজও যেতো যদি রাস্তাটা কাদা পানিতে এলোমেলো হয়ে না থাকত ।
যা ভাড়া চাবেন তাই পাবেন ।

বয়সে ছেলে মানুষ হলেও কনার মুখ দিয়ে তুমি এলো না । বাবাকে কোন অপরিচিত মানুষকে তুমি বলতে শুনেনি সে ।

ঠিক আছে আপা, উঠেন ।
রিকশায় উঠতে গিয়ে আরো একটু ভিজল কনা । রিকশা ছাড়তে না ছাড়তেই শুরু হলো আরেক দফা বৃষ্টি ।

।। দুই ।।

লায়লা বেগম

সরকারি কৃষি অফিস সাভারে । এক বছর হলো কনা জয়েন করেছে কৃষি অফিসার হিসাবে । বেতন তেমন না তারপরেও ফরিদ সাহেব আর ছোট বোন লুনাকে নিয়ে বেশ চলে যায় ।
অনেক বছর হলো কনা মা হারিয়েছে ।

কনার জন্মের দশ বছর পরে মারা যায় লায়লা বেগম । কনা তখন খুব ছোটটি । ক্লাস ফাইবে পড়ে । মার হাত ধরে স্কুলে যাওয়া আর সন্ধ্যে হলে পড়তে বসা, এই ছিল কনার নিত্য দিনের কাজ ।

যেদিন সন্ধ্যে থেকে ঝড় বাদলা শুরু হতো, সেদিন আর পড়া হতো না । পুরোনো ঢাকা ডুবে যেত গভীর আঁধারে । লায়লা বেগম বড় বড় মোমবাতি জ্বেলে দিতেন । সেই আলোতে কনার ছায়া গিয়ে পড়তো দেয়ালে । বাইরের দমকা হাওয়া আর মোমবাতির আলো আঁধারির নিভৃতে কখন যে ঘুমিয়ে যেত কনা । ঘুমের মাঝে টের পেত কে যেন কাঁথা মুড়িয়ে দিচ্ছে ।

গেল বছর বাড়ীতে ধুনকার ডেকে তুলোর লেপ বানানো হয়েছে । ভেতরে তুলো আর বাইরে কালো সুতোর কাজ । দূর থেকে দেখলে মনে হয় সদ্য জেগে উঠা বালুর চরে একদল গাংচিল খেলা করে চলেছে ।
একদিন লায়লা বেগম মরে গেলেন ।
কি ভালো না বাসতো সে কনাদের । মাঝে মাঝে মা'কে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে যায় কনার ।

যখন পুব আকাশে ধব ধবে শুকতারা উঠে, কনার মনে পড়ে মার কথা । সেই ছেলে বেলার কথা । পুবের জানালা গলিয়ে শুকতারার আলো এসে পড়ে কনার মেঝেতে । কনার মনে হয় আজও তার মা বেঁচে আছে শুকতারা হয়ে ।

স্ত্রীকে হারিয়ে ভেঙ্গে পরেছিলেন ফরিদ সাহেব । কনার আদর আর যত্নে তিনি বেড়ে উঠেছেন । কনা জানে এই বয়সে অনেক যত্ন দরকার তার বাবার । আজ মা থাকলে কত না যত্ন নিতেন ।

মিজান সাহেব এখানকার বড় সাহেব । ভালো মানুষ বলে সুনাম আছে । কিন্তু লোকটা বেজায় রাগী । কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না । অফিস শুদ্ধ সবাই ভয়ে চলে ।

এইতো গেল বার ঢাকা থেকে মন্ত্রী মহোদয় এসেছিলেন । মিজান সাহেব তো বলেই ফেললেন, স্যার আপনার ডিপার্টমেন্টে দুর্নীতি আছে । তাই কৃষির উন্নতি হচ্ছে না । দেশের মানুষ গরিবই থেকে যাচ্ছে । মন্ত্রী তো হকচকিয়ে গিয়েছিলেন কারণ কেউ তাকে এভাবে বলে না । মন্ত্রীকে সবাই তোষামোদ করে ।

পর্দা সরিয়ে কনা ভেতরে ঢুকলো । মিজান সাহেব কি যেন একটা ফাইলে ডুবে আছেন । কনাকে দেখে বললো, বসুন ।

থ্যাংক ইউ স্যার, বলে কনা পাশের চেয়ারে বসলো ।

মিজান সাহেব বললেন,

ক'দিনের জন্য আমি সিরাজগঞ্জ যাচ্ছি । আপনাকে কিছু কাজ দিতে চাই, কি বলেন ?

ঠিক আছে স্যার ।

ধন্যবাদ । আপনাকে হয়তো একটু বেশী কাজ করতে হবে, এই বলে মিজান সাহেব অল্প হাসলেন ।

বহুদিন পর মিজান সাহেবকে হাসতে দেখলো কনা ।

মিজান সাহেবের দুই ছেলে । দুই জনই জন্মান্ধ । এ রকম সৎ অফিসারের ছেলেরা জন্মান্ধ হবে, ভাবাই যায় না । কনার তখন মনে পড়ল ছেলেবেলার কথা । একবার এক ইংরেজ পাদ্রী সাহেব এসেছিলেন কনাদের স্কুলে । যেমনি লম্বা তেমনি শুকনো । ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলেন । তিনি একবার বলেছিলেন : সেই সুখি যিনি অনাথ, বঞ্চিত আর হত দরিদ্র কারণ স্বর্গ রাজ্য তারি জন্য । সেই সুখি যিনি শোকাহত কারণ ঈশ্বর তাকে শান্তি দেন ।

মিজান সাহেবের ছেলেগুলোকে দেখে পাদ্রী সাহেবের কথা মনে পড়ল কনার । সহসাই মনটা ভরে হয়ে উঠল অনেক আলো আর রোশনাই দিয়ে । কনার মনে হলো এই অনাথ, বন্চিত আর জন্মান্ধদের জন্যই বুঝি স্বর্গের ডালি নিরন্তর রচিত হচ্ছে ।

।। তিন ।।

লুনা আর কনা

সারাদিন অফিস করে বাড়ী ফিরেছে কনা । ফিরতে অনেকখানি দেরী হলো কারণ মিরপুরের কাছে আসতে হঠাৎ গাড়ীর চাকা বসে গিয়েছিল ।

বাসায় ফিরে শুনলো লুনা এখনো ফেরেনি । মাগরিবের আজান শুনতে পেল কনা ।

ফরিদ সাহেব জানতে চাইলেন, লুনা ফেরেনি ?

না বাবা ।

কই গেলো মেয়েটা, পাশের বাড়ীতে যায়নি তো ?

পাশের বাসায় খোঁজ নিয়েছি । সখিদের বাড়ীতেও ফোন করেছিলাম ।

ফরিদ সাহেব চুপ হয়ে গেলেন, কিছু বললেন না । টুপিটা মাথায় দিয়ে নামাজে গেলেন ।

কনা আর লুনা । কনার দুরসম্পর্কীয় আত্মীয় লুনা । কনার মতো লুনারও মা নেই । লুনার বাবা আবার বিয়ে করলে লুনাকে নিয়ে আসেন ফরিদ সাহেব । তখন লুনা একদম ছোটটি । কনার চেয়ে বছর তিনেক ছোট হবে সে ।

নামাজ শেষে রান্না ঘরে চলে এলো কনা । এদিকে শুরু হয়েছে হাল্কা হাল্কা বৃষ্টি । রাত বাড়ার সাথে সাথে বৃষ্টি বাড়বে । রান্না ঘরের ছাউনি টিন দিয়ে বানানো । সেই চালে বৃষ্টির শব্দ শুনল কনা ।

কেমন শীত শীত করতে লাগলো কনার ।

বৃষ্টির দিন বলে কলিমা আজ খিচুরি চাপিয়েছে । সাথে থাকছে মুরগির মাংস ।

কনাকে দেখে কলিমা বললো, আপা আর কিছু রাঁধুম ?

না, আর লাগবেনা । তুমি চারটা খেয়ে শুয়ে পড়ো । আজকের মতো রান্না শেষ । খুব ভালো হয়েছে তোমার খিচুরি, পাতিল থেকে খেতে খেতে বলল কনা ।

কলিমাকে তুমি বলে কনা । লায়লা বেগম বেঁচে থাকতে কলিমা এসেছে ওদের সংসারে । ছিমছাম হালকা পাতলা মেয়েমানুষ । এক ছেলে ছিল কলিমার । ঢাকা চট্টগ্রাম লাইনে ট্রাক চালাতো । বিয়ের পর সেই ছেলে কলিমার সাথে সম্পর্ক রাখেনি । তাই লায়লা বেগম কলিমাকে নিয়ে এসেছে ওদের সংসারে । সেই যে কলিমা এলো, তার আর ফেরা হয়নি ।

বছর তিনেক হলো কলিমার ছেলেটা অ্যাকসিডেন্টে মারা যায় । তারপর থেকে কনাদের বাড়ীই হয়েছে তার একমাত্র থাকবার জায়গা ।

একটু পরে বেল বেজে উঠলো । দরজা খুলে দেখলো লুনা দাঁড়িয়ে আছে । ভিজে একাকার । কনা বললো, কই ছিলি সারাদিন ? আমরা তো চারিদিকে খোঁজ লাগিয়েছি ।

লুনা বলল,

আর বলোনা আপা, ইউনিভার্সিটি'তে ফাংশন ছিলো । বিকেলে শুরু হবার কথা । সেইটে শুরু হতে হতে সন্ধ্যা । তারপরে গুলিস্তানে জ্যামে পড়ে গেলাম । ফরিদ কাকা কি খুব রাগ করেছেন ? লুনা ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলো ।

লুনার ভয় পাওয়া দেখে কনার রাগ পড়ে এলো । হালকা করে হেসে বলল, না । বাবা রাগ করেন নি । এখন হাত মুখ ধুয়ে আয় । টেবিলে খানা দিয়েছে কলিমা । বাবা ফিরলে আমরা খেয়ে নেবো ।

লুনা ঘরে চলে গেলো ।

একটু পরে কলিমা এসে হাঁক ছাড়লো, আপা মনিরা খাইতে আহেন । ওহনই কারেন্ট চইল্যা যাইব ।

বাইরে তখন শুরু হয়েছে বৈশাখীর উত্তাল হাওয়া আর বৃষ্টি । যে কোন মুহূর্তে নন্দলাল দত্ত লেন ডুবে যাবে তিমির আধারে । বাবার আজ মসজিদে যাওয়া ঠিক হয়নি, মনে হলো কনার । ছাতা নিয়ে যায়নি ফরিদ সাহেব ।

কলিমাকে সাথে নিয়ে বেরুলো কনা । হাতে এক জোড়া ছাতা । আগালো ওরা মসজিদের দিকে । বাইরে বেরুতেই কনার শাড়ির আচল পত পত করে উড়তে শুরু করলো । কনার মনে হলো, সেই ছেলে বেলার কথা, সেই বাদলা দিনে লঞ্চে দেশে ফেরার কথা । যমুনার হাওয়ায় তার ফ্রক আর পাজামা এমনি করে উড়ছিলো সে'দিন ।

।। চার ।।

মামুন

সাভার কৃষি অফিস । অফিসে এখন দুপুর একটা । সবাই খেতে গেছে । কনা যাই যাই করছে । এমন সময় পিয়ন এলো । চিঠির উপর স্ট্যাচু অব লিবার্টির স্ট্যাম্প দেখে বুঝলো মামুন লিখেছে আমেরিকা থেকে । এক পাতার চিঠি । মামুন লিখেছে, তার মাস্টার্স প্রায় শেষ হয়ে এলো । আর এক সেমিস্টার লাগবে । তারপর চাকরি খুঁজবে ।

মামুন যখন ঢাকা ইউনিভাসির্টিতে মাস্টার্স করছিলো, কনা তখন সেকেন্ড ইয়্যারে পড়ে কৃষি কলেজে । হোস্টেলে থেকে মামুন লেখাপড়া করত । মামুনের পড়াশুনার খরচ ফরিদ সাহেব জুগিয়ে থাকেন । পরিচিত বলতে মামুনের কেউ নেই কনারা ছাড়া ।

ছেলেবেলায় ফরিদ সাহেব মামুনদের বাসায় থেকে লেখাপড়া করতেন । মামুনের বাবা স্কুল মাস্টার ছিলেন । ঢাকায় আসবার পথে এ্যাকসিডেন্টে পংগু হয়ে যান । তারপর থেকে তিনি গ্রামে থাকেন স্ত্রীকে সম্বল করে ।

মাঝে মাঝে মামুন চলে আসত কনাদের নন্দলাল দত্ত লেনের বাড়ীতে ।

একদিন মামুন এলো ।

অত্যন্ত চুপচাপ স্বভাবের ছেলে মামুন । খুব সহজে কোথাও চুপচাপ বসে থাকতে পারে অনেকক্ষণ ।

কনা বললো, অনেকদিন পরে এলেন, কোন অসুখ করেনিতো ?

তেমন কিছু না । হালকা জ্বর হয়েছিল ।

খবর দিলেই পারতেন । বাবা গিয়ে ব্যবস্থা করে আসতো ।

তেমন কিছ ুনা ।

কনা চুপ হয়ে গেল । বলল, রাতে খেয়ে যাবেন ।

আচ্ছা, বলে মামুন বসে পড়ল আড়মোড়া হয়ে ।

কনা বললো, আপনার তো মাস্টার্স হয়ে গেল । এখন কি করবেন ঠিক করেছেন ?

বাইরে যাবার চেষ্টা করছি । আমেরিকাতে একটা এ্যাডমিশন নেয়ার চেষ্টায় আছি । বেশ কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে এ্যাপলাই করেছি । আশা করি হয়ে যাবে ।

মামুন ভাই, আপনি চেষ্টা করলে পারবেন ।

তাই, বলে মামুন অল্প হাসলো । কিছু বললো না ।

কনা জানতে চাইলো,

আমেরিকা গেলে কবে যেতে চান ?

সামার সেমিস্টার ধরার চেষ্টা করবো । সামারে কাজের সুযোগ বেশি । আমাদের তো কাজ করে পড়তে হবে । অবশ্য আমেরিকার ছেলেমেয়েরাও কাজ করে পরে । এ নূতন কিছু না ।

কি ধরনের কাজ করবেন ?

যা পাব । এ নিয়ে বাছবিচার করতে গেলে পড়া হবে না । তবে চেষ্টা করবো ক্যাম্পাসের ভেতরে থাকবার । এ কদিনের জ্বরে একদম রোগা হয়ে গেছেন ।

মামুন হাসলো । বললো, কিছুটা । কদিন ঠিক মতন খেলে ঠিক হয়ে যাব ।

তাহলে এ'কদিন আমাদের এখানে খাওয়া দাওয়া করেন ।

মনে হয় না করতে পারবো । আমার হোস্টেল থেকে আপনাদের বাসা অনেকটা পথ । তা না হলে আপনার দাওয়াতটা নিতাম ।

তাহলে না হয় প্রতিদিন সকালে এসে সারাদিনের খাবার নিয়ে গেলেন ।

থাক । নাইবা আপনাদের ঝামেলায় ফেললাম । আমি হোস্টেলে খেয়ে নেব । মাঝে মধ্যে এসে খেয়ে যাব ।

কনা হেসে বললো,

আমাদের কোন অসুবিধা হবে না মামুন ভাই । কলিমা আর আমি মিলে ঠিক ঠিক যোগান দিতে পারবো । কাল থেকে আসুন ।

এই বার মামুন চুপ হয়ে গেল । বললো, এর পরের বার অসুখে পড়লে আপনার দাওয়াতটা নেবো । এ বারের মতন মাফ করুন । আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ।

কনা হাসলো । তারপর বললো,

প্যাকেটে খাওয়া দিচ্ছি । হোস্টেলে ফিরে গরম দেবেন । এভাবে দিন দুই খেতে পারবেন । আপনার ফ্রিজ থাকলে আরেকটু দিতাম ।

মামুন হেসে দিল । কৃতজ্ঞতার হাসি ।

এই যে আপনি, খেতে যাননি ? মিজান সাহেব পাশ দিয়ে যাবার সময় বললেন ।

ও'তাই তো ? কনার খেয়াল নেই । কখন দুপুর গড়িয়ে গেছে ।

যাচ্ছি স্যার, বলে কনা উঠে পড়লো ।

মামুনের চিঠিটা যত্ন করে রেখে দিলো । বাড়ী গিয়ে আবারো পড়বে ।

।। পাঁচ ।।

আদার চা

আজ এক বছর হলো মামুন আমেরিকাতে । ক্যালিফোর্নিয়াতে এ্যাডমিশন পেয়েছিল মামুন । টিউশন ফিস ওরা মাফ করে দিয়েছে কিন্তু আমেরিকায় যাতায়াত এবং আনুষঙ্গিক খরচ যোগার হচ্ছিল না কিছুতেই ।
একদিন মামুন এলো ।

তখন বাইরে বৃষ্টি পড়ছিলো । মামুনের শার্ট আর ট্রাওজার ভিজে একাকার । কনা দেখলো, মামুনের শার্টটা ভিজে শরীরের সাথে লেপটে আছে । ঘাড়ের জোড়া হাড় উঁচু হয়ে আছে ।
একদম ভিজে গেছেন, এতো ভিজলেন কি করে ?
মামুন বললো,

শাহবাগের মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম বাসের জন্য । কিছুতেই বাস আসছিলো না । এদিকে শুরু হলো বৃষ্টি । কি যে বৃষ্টি আপনি যদি দেখতেন ? বৃষ্টির সাথে সাথে সব লোক উঠে এলো বাসস্ট্যান্ডে । মানুষের ঠেলাঠেলিতে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো গেল না ছাউনিতে । মানুষের ঢাক্কায় ছাউনির বাইরে চলে এলাম । তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে হলো ।
কনা বললো, একটু বসুন । শুকনো জামা দিচ্ছি ।

আলমারি খুলে নুতন জামা নামালো কনা । বাবার জন্য কিনেছিল কনা কিন্তু ফরিদ সাহেবের পড়া হয়নি । ধূসর রঙের পাঞ্জাবি । গলার দিকটা গোল করে কাটা । সেই গোল বেয়ে হালকা সুতোর কাজ । বোতামগুলো অসম্ভব রকমের সাদা । কনার মনে হলো কে যেন ধুসর সাগরে মুক্ত ছড়িয়ে রেখেছে ।
খাবার খেতে গিয়ে মামুন কয়েকবার কাশলো ।
কনা দেখলো, ঠাণ্ডা লেগেছে মামুনের । কথা বলতে কেমন এড়িয়ে যাচ্ছে ।
চা দিই ?
থাক লাগবে না ।
এক কাপ খেয়ে নিন । ঠাণ্ডা সেরে যাবে । আদা দিয়ে বানিয়ে দিচ্ছি ।

মামুন আর কথা বাড়াল না ।

চা নিয়ে এলো কনা ।

আদার চা । কাপ থেকে ধুঁয়া বেরুচ্ছে ।

কনা হেসে বললো, নিন ।

মামুন চা খেতে মন দিল ।

কনা বললো, সব সময় সাথে ছাতা রাখবেন । বাংলাদেশ তো ঝড়বৃষ্টির দেশ । ছাতাটা খুব কাজে দেয় ।

দুই একবার চেষ্টা করেছি এই ছাতা নিয়ে চলবার । শেষমেষ পারা যায় না । বাসে উঠতে গেলে ছাতা খুব অসুবিধে করে । হাতে ছাতা থাকলে বই-পত্র নিয়ে চলা যায় না । এ ছাড়া ছাতা খুব হারায় । দেখুন না এ নিয়ে কতবার ছাতা হারালাম । তারপর থেকে ছাতা প্রকল্প বাদ দিয়েছি । যা হবার হবে ।

কনা বললো, আপনার আমেরিকা যাবার কি হলো ? বলেছিলেন, এ্যাডমিশনটা হয়ে গেছে ।

সব ঠিক হয়ে আছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হচ্ছে না মনে হয় ।

কেন বলুন তো ?

আমার টিউশন ফিস ওরা মাফ করে দিয়েছে । কিন্তু আনুষঙ্গিক অনেক খরচ আছে । আমি যোগার করতে পারছি না সেগুলো । মনে হয় না যাওয়া হচ্ছে ।

বাইরে এদিকে শুরু হয়েছে কাল বৈশাখীর ঝড়ো হাওয়া । সেই সাথে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি । কনা জানে এই বৃষ্টি সহজে থামবে না । কিন্তু টাকার জন্য মামুনের পড়া হবে না, তা মেনে নিতে পারছিলো না সে । তার মনে হলো, এই ব্যর্থতার বেদনা মামুনকে ছাড়িয়ে তার উপর এসে পড়েছে । মামুন ভাল ছাত্র । আমেরিকাতে সে অনেক ভাল করবে ।

আপনার কত লাগছে ?

মামুন হেসে বলল, আপনার সে শুনে কাজ নেই ।

কেন বলুন তো ? শুনতে তো কোন দোষ নেই ।

এই ধরুন লাখ দুই হলে হয়ে যায় ।

তাই, বলে কনা চুপ হয়ে গেলো ।

তখন নন্দলাল দত্ত লেনে সন্ধ্যা নামছে ।

।। ছয় ।।

কামাল

কামাল এলো বিকেল বেলায় ফরিদ সাহেবকে দেখতে । আজ ক'দিন হলো ফরিদ সাহেবের অসুখ । সারাদিন ভালো থাকেন । রাত হলেই জ্বর বাড়ে । দিন তিনেক আগে বাজারে গিয়ে খুব ভিজেছেন । সেই থেকে জ্বর ।

কিছু কিছু জ্বর আছে, মিটার দেখে বলল কনা ।

তোমাকে কতদিন বলেছি বৃষ্টির দিনে বাজারে যাওয়া চলবে না । ঘরে যা আছে তাই খাব ।

ঠিক আছে আর যাব না, ফরিদ সাহেব রাগ করে বললেন ।

সব সময় তুমি তাই বল কিন্তু বাজারে না গিয়ে থাকতে পার ?

বাজার করতে পছন্দ করেন ফরিদ সাহেব । যত বৃষ্টি বাদল থাক, তার বাজারে যাওয়া চাই । স্ত্রী বেঁচে থাকতে ফরিদ সাহেব নানা রকম মাছ, মাংস, শাকসবজি নিয়ে আসতেন । বলতেন, কনা-লুনার দরকার হবে এই সব শাক-সবজি আর মাছ-মাংসের । এখন তো বাড়ন্ত শরীর । এখন না খেলেই না ।

এখন কতো জ্বড় ? কামাল শুধালো ।

১০০ এর কাছাকাছি ।

কামালরা নিচতলায় কনাদের ভাড়াটিয়ে । মাকে নিয়ে থাকে । পাশের কলেজে অধ্যাপনা করে । মাঝে মধ্যে দুই একটা ছাত্র পড়ায় । কনার চেয়ে তিন চার বছরের বড় হবে । যেমন শুকনো তেমনি লম্বা । এমন শুকনো আর লম্বা মানুষ কখনো দেখেনি কনা ।

কামালের দিকে তাকিয়ে কনা বলল,

এই নিয়ে গত দুই মাসে দুই বার জ্বরে পড়লো বাবা । আমার কথা একদম শুনতে চায়না । আমি অফিসে গেলে লুকিয়ে লুকিয়ে বাজারে চলে যায় এই ঝড় বাদলা মাথায় নিয়ে ।

ফরিদ সাহেব একটু হাসলেন, কিছু বললেন না ।

কামাল বলল, এখন কেমন বোধ করছেন, কাকা ?

ছোট বেলা থেকে ফরিদ সাহেবকে কাকা বলে ডাকে কামাল । ওর বাবা বেঁচে থাকতে ফরিদ সাহেব কত কিছু নিয়ে যেতেন কামালের জন্য । সে ছেলে আজ কত বড় হয়েছে ।

কই আমি তো ভালই আছি । কনা মিছামিছি ব্যস্ত হয়েছে । তোমার মা ভালো ? ফরিদ সাহেব জানতে চাইলেন ।

মা ভালো আছেন তবে হাঁপানিটা একটু বেড়েছে ।

ঔষধ-পত্র ঠিক মতন খাচ্ছে তো ?

ফরিদ সাহেব আর কামালের বাবা এক অফিসে চাকরি করতেন । ঐখান থেকে ওদের পরিচয় । হেডক্লার্ক হিসেবে কামালের বাবা আর ফরিদ সাহেবের তিন যুগ গেছে । বছর দু'য়েক হলো কামালের বাবা মারা যান । তারপর থেকে কনাদের নিচতলায় কামালরা উঠে এসেছে ।

নন্দলাল দত্ত লেনের ছোট্ট এই দোতলা বাড়ীটা কনারা পেয়েছে তাদের নানার কাছ থেকে । কনার জীবন কেটেছে এই বাড়ীতে । কনার মা লায়লা বেগম শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন এই বাড়ীতে ।

ফরিদ সাহেবের সাথে লায়লা বেগমের কখন কিভাবে বিয়ে হয়েছিল, কনার জানা হয়নি । মার কাছেও জানতে চাওয়া হয়নি সে কথা । তবে সুযোগ পেলে লায়লা বেগমের স্যুটকেস খুলে বসে কনা । আজও বসেছে । ডান দিকের ধার ঘেঁষে আছে পাঁচ ছয়টা শাড়ি । সব গুলিই বিয়ের । মাঝখানটার পুরোটা জুড়ে আছে নানা ধরনের প্রসাধনী । এই কোণাতে আছে ফরিদ সাহেবের এক সেট পাঞ্জাবি । কেমন কড়কড়ে মাড় দিয়ে পরম যত্নে রেখে দেয়া হয়েছে । বা'দিকে লুনা-কনার জন্য বানানো দুই জোড়া আনকোরা জামা । একবারে উপরে লায়লা বেগমের বিয়ের শাড়ি । লাল পাড়ের । লায়লা বেগমের বিয়ের শাড়িটা মেলে ধরলো কনা । হাওয়াই মিঠাই রঙের উপর অজস্র মুক্তোর কাজ সহসাই ঝলমলিয়ে উঠল । কনার মনে হলো, হাজারো নক্ষত্রের আলো গভীর আমানিষা পেরিয়ে তার চোখে মুখে এসে পড়ছে ।

এমনি একটা শাড়ি পরিয়ে লুনার বিয়ে দেবে, ঠিক করলো কনা ।

।। সাত ।।

সুন্দরবন

ফরিদ সাহেবের জ্বরটা এখনো কমেনি । অফিসে আসবার আগে জ্বর দেখে এসেছে কনা । ফলের দোকানে ঢুকলো সে ।

লুনার জন্য আঙ্গুর আর ফরিদ সাহেবের জন্য আপেল নিল কনা । লুনা খুব আঙ্গুর পছন্দ করে । আঙ্গুর পেলে কথা নাই । টপটপ সব খেয়ে ফেলবে ।

কনার ভালো লাগে লুনার আঙ্গুর খাওয়া দেখতে । কি মজা করে না লুনা আঙ্গুর খায় । কনা প্রায় লুনার জন্য আঙ্গুর নিয়ে যায় ।

তোমাকে আবারো ধন্যবাদ আঙ্গুর আনার জন্য । তুমি খুব ভালো আপু, লুনা বলে ।

লুনার খুব ইচ্ছে সে স্টিমারে করে সুন্দরবন যাবে । কনা কথা দিয়েছে আসছে শীতে ওকে ঘুরিয়ে আনবে । কখনো সুন্দরবন যায়নি কনা । টেলিভিশনে একবার লাইফ দেখেছিল । ছোট ছোট খাল নালা, আঁকাবাঁকা হয়ে বনের গভীরে হারিয়ে গেছে । খালের পাড় ঘেঁষে ঘুরতে দেখল একদল হরিনের দল । সারি সারি গাছ গাছালি ঢাকা পড়ে আছে হরেক রকমের পাখি আর মউ চাকের বাসা দিয়ে । কেমন যেনো অত্যাশ্চর্য নিরবতা চারিদিকে । কনা দেখল, গাছ গাছালির ফাঁকে ফাঁকে অলোর ঝিকিমিকি । তারি সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে বুনো অগাছা । কনার মনে হয়েছিল, সে এই অত্যাশ্চার্য নীরব পল্লীতে বসে, এক অজানা দেশের গল্প নিরন্তর রচনা করে চলেছে ।

।। আট ।।

ফরিদ সাহেবের জ্বর

অফিস সেরে বাসায় ফিরেছে কনা । ফরিদ সাহেবের ঘরে ঢুকলো ।

কপালে হাত দিয়ে দেখলো এখনো জ্বর আছে ।

কনা বুঝল, তার বাবা কদিন ভুগবে এবার ।

এখন কেমন লাগছে ?

ফরিদ সাহেব হাল্কা করে বললেন, ভাল ।

কনা জানে তার বাবা এখনও ভাল হয় নি । এই ক'দিনের জ্বরে কাহিল হয়ে পড়েছেন ফরিদ সাহেব । চোয়ালের নিচে হাল্কা নীল রেখা । যতবার ফরিদ সাহেব জ্বরে পড়েছে, ততোবার ঐ হাল্কা নীল রেখা দেখেছে কনা ।

ফরিদ সাহেব বলে উঠলেন, দেখিস আর ঝড় বাদলায় বাজারে যাব না ।

আমাকে ছুঁয়ে বল ? কনা হাত বাড়িয়ে দিলো ।

ফরিদ সাহেব হাত বাড়াতে গিয়ে বাড়ালেন না । মেয়েকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে ভয় হলো তার ।

।। নয় ।।

হাজার বছরের বৃষ্টি

অফিসের গাড়ি থেকে নামল কনা বায়তুল মোকাররমের সামনে । ফরিদ সাহেবের জন্য পাঞ্জাবির কাপড় কিনতে হবে । রেডিমেড পাঞ্জাবি কিনতে পাওয়া যায় । ফরিদ সাহেব তা পড়বেন না । কাপড় কিনে দরজি দিয়ে বানিয়ে তিনি পড়বেন ।

পুরোনো অনেক অভ্যেস এখনও পাল্টাতে পারেননি ফরিদ সাহেব ।

নন্দলাল দত্ত লেনের মাথায় কালু চাচার দরজীর দোকান । পাড়ার সকলে ঐ খানে কাপড় সেলায় । ফরিদ সাহেবের নতুন কাপড় এলে কালু চাচা মাপ নিয়ে যান ।

আজ ক'দিন হয় বৃষ্টি হয় না । আবহাওয়া গুমোট হয়ে আছে । বায়তুল মোকাররমের ফুটপাথ ধুলো বালিতে আলুথালু । বৃষ্টি না হলে এ'গুলো যাবে না । সূর্য আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে । এক পশলা বৃষ্টি হলে ভালো হতো ।

আপা এই দিকে আসেন, এক দোকানদার সবিনয়ে ডাকলো ।

কনা ঢুকে পড়লো দোকানে । দেখে শুনে ধবধবে সাদা কাপড় কিনলো ।

লুনার জন্য কি নেয়া যায় ?

যখন ফরিদ সাহেবের জন্য কিছু নেয়া হয়, তখন লুনার জন্য কিছু কেনা চাই তার ।

কি নেয়া যায় ? আজ আর আঙ্গুর নেবে না । এক সেট জামা কিনলো ।

লুনার পছন্দ হবে তো ?

সাদা কাপড়ের উপর কালো সুতোর কাজ । গলার দিকে লতা পাতার ঘেরা । লুনা দেখতে ফর্সা আর ছিমছাম গড়নের । যে কোন জামায় লুনাকে মানিয়ে যায় । কত যে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে লুনার ।

দোকান থেকে বেরিয়ে বুঝলো ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে । বৃষ্টি হবে ?

মনটা ফুরফুরিয়ে উঠল কনার । আজ কতদিন বৃষ্টি হয় না । পুরো শহরটা হাঁপিয়ে উঠেছে ।

কনার খুব ইচ্ছে হলো বৃষ্টিতে ভিজতে ।

এই যে কখন ফিরলেন ? ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো কামাল দাঁড়িয়ে আছে ।

ও'কামাল ভাই, কই থেকে এলেন ?

মার জন্য ঔষধ কিনতে বেরিয়েছি । ওদিকের ডিসপেনসারিগুলোতে পাচিছলাম না । হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম ।

কনা দেখলো, কামাল ধূসর রঙের ট্রাউজার আর সাদা শার্ট পড়েছে । মাথার চুল এলোমেলো । কতদিন তেল পড়েনি ।

লোকটা এত শুকনো আর লম্বা যে কনাকে মাথা উঁচু করে কথা বলতে হচ্ছে ।

তো ঔষধ পেলেন ?

অনেক ঘুরে পেলাম । আপনি যে এখানে ?

বাবার জন্য কাপড় কিনতে এসেছিলাম ।

কি কি কিনলেন দেখতে পারি, বলে কামাল লজ্জা পেল কারণ এই প্রশ্নটা না করলেও পারতো ।

কাগজের ব্যাগটা খুলতেই সাদা ধবধবে সুতীর কাপড় বেরিয়ে এলো । কনার মনে হলো ছেলেবেলায় বিলের ধারে যে বক আর সারসীদের দেখেছিলো, তাদের গায়ের রঙে এই কাপড়গুলো গড়া ।

কামাল বলল, খুব ভালো হয়েছে, আপনি কিছু কেনেননি ?

না, আজ আর কিনব না ।

কামাল একটু হাসলো, কিছু বলল না ।

কামাল হাসলে অপরিচিত মানুষ বলে মনে হয় । কামালকে বলবে সে কথা । থাক নাই বা বলল ।

এদিকে হালকা হালকা ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে ।

কনা দেখলো, ঠাণ্ডা হাওয়াতে কামালের সার্টের ধারটা উড়ছে । মাথা ভর্তি এলো চুল আরো এলোমেলো হয়ে এলো ।

খুরশীদা খালা এ'বেলা কেমন আছেন ?

আপনি তো আর এলেন না মাকে দেখতে ?

আজ যাব খালাকে দেখতে ।

তাহলে সন্ধ্যায় আসছেন ?

কনা মাথা নেড়ে সায় দিলো ।

কামাল বললো, অফিস থেকে কখন ফিরলেন ?

এই তো বাস থেকে নেমেছি কিছুক্ষণ হলো । ভাবলাম বাবার জন্য জামা নিয়ে যাই ।

আর কিছু নেন নি ?

হ্যাঁ । লুনার জন্য এক সেট জামা নিলাম । জানিনা ওর পছন্দ হবে কিনা । আপনি কি একটু দেখবেন ?
কামাল হেসে বললো, আমি কি আর মেয়েদের জামা বুঝবো ?
ও তাই তো । সরি । কেমন খুঁতখুত করছিল । ভাবলাম আপনাকে দেখাই ।
আপনার কেনা জামা খারাপ হবে না মিস কনা । আপনি নির্ভয়ে থাকুন ।
হঠাৎ কি হলো আপনার ? আমাকে এত ভরসা দিচ্ছেন ।
কামাল হেসে বললো, আপনাকে ভরসা করা যায় বলেই ভরসা দিচ্ছি ।
ঠিক আছে । ধরে নিলাম আপনার কথাটাই ঠিক । জামা নিয়ে আর ভাববো না, এই বলে কনা চুপ হয়ে গেলো ।

কামালকে দেখে মনে হয় না সে খুরশীদা খালার ছেলে । খালা খুব ছোটখাট মানুষ । কামাল যেমন লম্বা তেমনি শুকনো । বাবার গড়ন পেয়েছে কামাল । কামালের বাবা লম্বা গড়নের ছিলেন । বাবার গড়ন যে ছেলেরা এভাবে পায়, কামালকে না দেখলে বোঝা যাবে না । কামাল আরও বেশী শুকনো আর রোগা ।
তাহলে কখন আসছেন ?
বাসায় ফিরে বাবাকে গোছগাছ করে আসছি । তার কথা শেষ না হতেই শুরু হল বৃষ্টি ।

প্রথম প্রথম বড় ফোঁটা দিয়ে শুরু । তারপর ঝরতে লাগলো মুষলধারে । হই চই করে রাস্তার দোকানীরা বারান্দায় উঠে এলো । কনা আর কামাল ছাউনি দেয়া প্যাসেজে দাঁড়ালো ।

রাস্তার সব লোক উঠে আসছে বায়তুল মোকাররমের চত্বরে । চারিদিকে গাদাগাদি লোক । এই যে এতো ভিড়ভাট্টা, এই যে এতো কোলাহল, এই সব কিছু ছাপিয়ে সবার চোখে মুখে বৃষ্টির আনন্দ । আজ কতদিন পর বৃষ্টি হলো । কতদিন হলো কনা বসে আছে বৃষ্টি দেখবে বলে ।
কামাল আস্তে করে বললো, চলুন ঐ হোটেলে গিয়ে বসি ।

কনা কিছু বললো না । কামালের পিছু পিছু এলো । সিঙ্গাড়া, চায়ের অর্ডার দিল কামাল । বেছে বেছে জানালার পাশে বসেছে ওরা যেন বহুদিনের বৃষ্টি দেখা যায় । বাইরের ঝুম ঝুম শীতল বৃষ্টি হোটেলের জানালা গলিয়ে কনাদের নাকে মুখে ছুঁয়ে যাচ্ছে । মাঝে মাঝে গভীর গর্জনে মেঘ ডেকে উঠছে । তারি সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে কালবৈশাখীর উত্তাল হাওয়া । কনার মনে হলো, পৃথিবীতে বুঝি আর কারো কোন দুঃখ কষ্ঠ রইল না । এই গভীর ফর্সা জলরাশির সাথে ভেসে যাবে আমাদের সব ক্লান্তি, বেদনা আর কষ্ট ।
কামাল জানতে চাইলো, কাল সারাদিন কি করছেন ?

কেন, অফিসে যাচ্ছি ।

কামাল হেসে বলল, কাল তো সরকারি ছুটি ।

কনা ভুলে গিয়েছিল সে কথা ।

সব সময় এতো কি ভাবেন ?

কনা মাথা নিচু করে বললো, কই, কিছু ভাবি বলে তো মনে পড়ছে না ।

কামাল আর কথা বাড়ালো না । বলল, আপনার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে ।

চা তুলে নিল কনা ।

এদিকে বৃষ্টির গুঞ্জন ক্রমেই বেড়ে চলেছে । জানালার ধারে বসে থাকা যাচ্ছে না । ঠাণ্ডা হাওয়ার সাথে বৃষ্টির ছোট ছোট কনা এসে ওদের জামা কাপড় ভিজিয়ে দিচ্ছে । কনার মনে হলো আর যদি কখনও এই বৃষ্টি না থামতো । সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি অবগাহন করতো বৃষ্টির গন্ধ ।

কনার মনে পড়লো ছেলেবেলার কথা । বাদলা দিনে কনারা দেশে গিয়েছিলো একবার । আরিচা ঘাট থেকে লঞ্চ ছেড়েছে । ঘন্টা খানেক যেতে মেঘ জমে উঠলো । আবহাওয়া খারাপ দেখে সারেং সাহেব তীর ঘেঁষে চালালেন । একটু পরে শুরু হল বৃষ্টি । সেই সাথে ঠাণ্ডা হাওয়া । বৃষ্টির আবরণে নদীর ঐ পাড় আস্তে আস্তে আবছা হয়ে এলো । বৃষ্টির ফোঁটা যে এত সাদা হয়, সেই প্রথম দেখলো কনা । সারা নদীর বুক জুড়ে ঝরে চলেছে অবিরাম সাদা ফোটার বৃষ্টি । কনা দেখল নতুন চর উঠেছে । সেই চরকে ঘিরে কাশফুলের বাগান । সেই বাগানের ফাকে ফাকে বক আর সারসীদের আনাগোনা । কেমন যেন শীত শীত করতে লাগল কনার । ফরিদ সাহেব একটা চাদর জড়িয়ে দিয়েছিলেন কনার গায়ে । কনার তখন মনে হয়েছিলো, এই যে বৃষ্টি, এই যে নদীর ঘাট, এই যে লঞ্চে দেশে ফেরা, এর যেন কখনও শেষ না হয় ।

কামাল বলল, চলুন ওদিকের টেবিলে বসি । এখানে তো আমরা ভিজে যাচ্ছি ।

কনার কিন্তু উঠার ইচ্ছে নেই জানালা ছেড়ে । তাকিয়ে দেখলো কামালের বাঁ দিকটা ভিজে উঠেছে । এখন না উঠলেই না । ওরা উঠে পড়ল । দূরের একটি টেবিলে গিয়ে বসলো ।

।। দশ ।।

বিয়ের প্রস্তাব

মাগরিবের আজান দিচ্ছে নন্দলাল দত্ত লেনের মসজিদে । ফরিদ সাহেব বেরিয়ে গেলেন নামাজ পড়তে । লুনা তখনো ফেরেনি ইউনিভার্সিটি থেকে । আজ ইউনিভার্সিটি'তে ফাংশন আছে । কনা যেতো লুনার সাথে । শেষ পর্যন্ত যায়নি কারণ বাবার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না । আজ লুনা গাইবে,

তোমরা যা বল তাই বলো আমার লাগে না মনে .....

নামাজ সেরে কনা দেখলো ফরিদ সাহেব বসে আছেন বারান্দায় । কখন যে ফিরেছে বাসায় ।

মুড়ি বানিয়ে দেই ?

না থাক । এখন আর কিছু খাব না । রাতে ভাত দিও আর কচুর তরকারি ।

কি বলে বাবা । এই রাতে কচু পাবে কই ?

ফরিদ সাহেব কখনো কচু খেতে চায়নি । আজই প্রথম । কনা ভাবলো, মা থাকলে ঠিক জোগাড় করে আনতো । কলিমাকে পাঠাল পাশের বাজারে ।

মুড়ি ভাজা না খেতে চাও অন্য কিছু দেই । চা করে দেব ?

ঠিক আছে । আদার চা দিতে পার ।

কনা চা নিয়ে এলো ।

চা দিতে গিয়ে দেখল, তার বাবার চোয়ালে সেই নীল রেখাটা । কনা জানে তার বাবা যখন কষ্ট পায়, তখন নীল রেখা পড়ে ।

কি হয়েছে ?

ফরিদ সাহেব হাল্কা করে হাসলেন, কিছু বললেন না ।

কি হয়েছে তোমার ?

কিছু হয় নি, কি হবে ?

কিছু একটা হয়েছে, বল না ?

ফরিদ সাহেব বললেন,

নামাজ থেকে বেরিয়ে সফি সাহেবের সাথে দেখা । উনি তার মেজো ভাগ্নে, বেক্সিমকোতে চাকরি করে আজ দুবছর, তার সাথে লুনার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন ।

ভাল তো । কিন্তু লুনার পড়াশোনা ?

পড়াশুনার কথা আসছে না । বড় মেয়ে রেখে লুনার বিয়ে দেব না আমি । আগে কনার বিয়ে হবে তারপর লুনার, এই বলে ফরিদ সাহেব উঠে গেলেন ।

ফরিদ সাহেব প্রায়ই লুনার বিয়ের প্রস্তাব পান । যখনই লুনার বিয়ের প্রস্তাব আসে, ফরিদ সাহেব গুম হয়ে বসে থাকেন । তারপর অনেক রাত পর্যন্ত বিড় বিড় করে কি যেন বলেন ।

কনার মনে হলো, ছোট বোনের আগে বিয়ে হলে এমন কি ক্ষতি ?

খুরশীদা খালা

কলিমা এসে খবর দিয়ে গেল খুরশীদা খালা ডাকছেন । কামালের মা খুরশীদা বেগম কনাকে মাঝে মধ্যে ডেকে পাঠায় । নিচে নেমে কনা দেখল খুরশীদা খালা বসে আছেন বারান্দায় ।

কনাকে ঢুকতে দেখে বলল, এখানটায় বস, বলে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল ।

তোমাকে খুঁজছিলাম সকাল থেকে । তুমি তো সারাদিন অফিস কর । তাই পাই না । তোমার বাবার অবস্থা কেমন ?

ভাল আছে বাবা ।

ভাল থাকলে ভাল, আজকাল চারিদিকে জ্বর হচ্ছে । তোমাকে ডেকেছি চিঠি পড়ে দেয়ার জন্য । আমার বোন চিঠি দিয়েছে দিনাজপুর থেকে । একটু পড়বে ?

একপাতার চিঠি । কি ঝর ঝর করে লেখা । কনার মনে হলো সাদা কাগজের উপর কে যেন মুক্তো ছড়িয়ে রেখেছে । কনা গড়গড় করে পড়ে গেল যেমন করে ছেলেবেলায় ছড়া পড়তো । আজ দু'একটা ছাড়া সব ছড়া ভুলে গেছে কনা । লায়লা বেগম কি সুন্দর করে না ছড়া পড়তেন । মার সাথে গলা মেলাতো কনা । মানুষ কেন মরে যায় ?

চিঠি পড়া শেষ হয়েছে । বছর খানেক হল খুরশীদা বেগমের চোখে অপারেশন হয়েছে । তারপর থেকে উনি কম দেখেন । চিঠি এলে কামাল অথবা কনা পড়ে দেয় ।

আমাকে দু'লাইন জবাব লিখে দিতে পারবে ? লোক দাঁড়িয়ে আছে । রাতের ট্রেনে দিনাজপুর ফিরবে ।

কনা এক পাতার চিঠি লিখে দিল । বইয়ের মতন বড় বড় অক্ষরে তার লেখা । ছোট বেলার বড় বড় হরফে লেখার অভ্যেসটা যায়নি । সামান্য লেখতেই চিঠির পাতা ভরে এল ।

এই যে আপনি, বলতে বলতে কামাল ঢুকলো লম্বা আর শুকনো শরীর নিয়ে ।

কি ব্যাপার আপনাকে এমন শুকনো দেখাচ্ছে ? শরীর খারাপ করেনি তো ?

কই, না তো, আমি তো বেশ আছি, কনা উত্তর করলো ।

তাই বলুন, বলতে বলতে কামাল বসে পড়ল নিচে ।

তোমরা বস, আমি দিনাজপুরের লোকটাকে বিদেয় করে আসি । তোমাদের জন্য মুড়ি ভাজা পাঠিয়ে দিচ্ছি, এই বলে খুরশীদা বেগম উঠে গেলেন ।

হালকা আলো আঁধারির বারান্দায় কামাল আর কনা বসে আছে । আজ সন্ধ্যে থেকেই পূর্ণিমা । পুরোনো ঢাকার ছাদ গলিয়ে সে ঢুকবার যো নেই । কনা দেখলো বারান্দার ওই ধারে এক ফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে ।

কনা বলল, আজ কলেজে যাননি ? আপনার কলেজে নাকি গণ্ডগোল হয়েছে ?

কামাল বলল, কম বেশী সব সময় গণ্ডগল লেগেই আছে । আজ একটু বেশী হয়েছে । আসুন না একদিন আমাদের কলেজে।

যাব, বরাবরের মতন কনা বলল ।

কামাল জানে কনার কখনো আসা হবে না । তারপরেও কনা যদি আসত. তাকে পুরো কলেজটা ঘুরিয়ে দেখাত । তারপর কলেজের ক্যান্টিনে পুঁটি মাছ দিয়ে ভাত খেতে দিতো । ক্যান্টিনের ছেলেটা কি সুন্দর করে না পুঁটি মাছ রাঁধে । কামাল ভাবে, কনার হয়ত ভাল লাগত পুঁটি মাছ দিয়ে ভাত ।

ফরিদ কাকা কেমন আছেন ?

বাবাতো ভালো হয়ে গেছেন তবে উইকনেসটা আছে । ডাক্তার বলেছে ভালো পুষ্টিকর খাওয়া খেতে । বাবা তো খেতে চায় না । অনেক জোর করে একটু খাওয়ানো যায় ।

আমার বাবাও ঐ রকম ছিলেন । একবার না বললেন আর হাঁ বলানো যাবে না । পৃথিবীর সব বাবারা বুঝি ঐ রকম, কি বলেন ?

বোধ হয় আপনি ঠিকই বলছেন, কনা মাথা নিচু করে জবাব দিল ।

কামাল বলল,

চলুন না আসছে রোববার পুঁটি মাছের পিকনিক করি । আমি, ফরিদ কাকা, মা, লুনা সবাই মিলে রান্না করে খেলাম । আমি বললে আমাদের ক্যান্টিন বয় এসে পুঁটি মাছ রেঁধে দিয়ে যাবে ।

কামালের কাছে পুঁটি মাছের গল্প শুনেছে কনা বহুবার । কামাল তার বাবার মতন হয়েছে । অল্পতে যারা অনেক খুশি, কামাল তাদের একজন । পৃথিবীর সব লম্বা আর শুকনো লোকগুলো বুঝি এই রকম ।

কামাল মাথা ঝুঁকিয়ে জানতে চাইলো, তাহলে সবাই মিলে পিকনিক করছি এই রোববার ?

এই রোববার'টা থাক । অন্য সপ্তাহে করা যাবে, কি বলেন ?

কামাল আর কথা বাড়ালো না । ধীরে ধীরে মুড়ি ভাজা খেতে লাগল ।

।। বার ।।

মামুনের চিঠি

মিজান সাহেবের রুমে ঝগড়া চলছে । ঢাকা থেকে বড় সাহেব এসেছেন । তার সাথে মিজান সাহেবের তর্ক চলছে । কনা শুনতে পাচ্ছে ওদের সব কথাবার্তা । অফিসের সবাই শুনছে আর চুপচাপ কাজ করে যাচ্ছে । মিজান সাহেব কেউকে ছেড়ে কথা বলেন না । আড়ালে কারো সম্পর্কে খারাপ বলেন না মিজান সাহেব । যা বলার বলে দেন । বসের এই স্বভাবটা ভাল লাগে কনার ।

আপা আপনার চিঠি । পিয়ন হাত বাড়িয়ে চিঠি দিলো ।
স্ট্যাম্প দেখে বুঝলো মামুনের চিঠি । পিয়নকে দশ টাকা বকশিশ দিল কনা ।

ছোট্ট চিঠি লিখেছে মামুন । সে লিখেছে, তার নূতন চাকরি ভাল চলছে । অনেক ডিউটি করতে হয় । তারপরেও আমেরিকার আলো হাওয়াতে কাজ করতে খারাপ লাগে না । এখানে সবাই ছুটছে ইত্যাদি ।

।। তের ।।

নন্দলাল দত্ত লেনে বৃষ্টি

আমেরিকা যাবার টাকা যোগাড় করতে পারেনি মামুন শেষ পর্যন্ত । কনাকে একদিন এসে বলল, যাওয়া হচ্ছে না মনে হয় ।

কেন বলুন তো ?

টাকা যোগাড় হলো না শেষ পর্যন্ত ।

কনা একটু নিরব থেকে বললো,

টাকাটা যদি আমি দেই তাহলে হয় না ? আমার মা কিছু টাকা দিয়ে গেছেন ।

মামুন বললো, ফরিদ কাকা হেল্প না করলে আমার লেখাপড়াটা হোত না । তার উপর আবার আপনি টাকা দিতে চাইছেন কিন্তু তা হয় না ।

কনা হেসে বলল, আমার বাবাও তো আপনাদের বাসায় থেকে পড়েছেন, তাই না ? কাটাকাটি, কি বলেন ?

মামুন চুপ হয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর বললো,

আমাকে মাফ করবেন, আমি টাকাটা নিতে পারছি না । এই টাকা আপনার মায়ের স্মৃতি । এইটে আপনার কাছেই মানায় । এই বলে মামুন আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ।

কনা আর কিছু বলল না ।

দুই সপ্তাহ পরে মামুনকে টেলিফোন করল কনা ।

কনা বললো, আজ মা বেঁচে থাকলে তিনিও আপনাকে এই টাকাটা দিতেন কারণ আপনি পড়তে যাচ্ছেন । পড়া শেষ করে না হয় দিয়ে দিলেন ?

মামুন আর আপত্তি করেনি কনার আগ্রহ দেখে । মরে যাবার আগে লায়লা বেগম কনাকে দু'লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন । লায়লা বেগম তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন এই অর্থ । মামুনকে পুরো টাকা তুলে দিল কনা ।

আমেরিকা যাবার আগের দিন মামুন এলো । বললো,

আপনার জন্য আমেরিকা যেতে পারছি । যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার টাকা ফিরিয়ে দেব । তবে ভাববেন না, আপনার টাকা ফিরিয়ে দিলেই আপনার ঋণ শোধ হবে । আপনি ভাল থাকুন ।

কনা হেসে বলল,

ঠিক ঠিক মতন যান । খাওয়া দাওয়া ঠিক মতন করবেন । খাওয়ার সময় খেয়ে নেবেন । এ নিয়ে গাফলতি করবেন না । আপনার তো আবার ঠান্ডার ভাব আছে । একটুতে ঠান্ডা লাগিয়ে বসেন । শীতকাল এলে লম্বা চওড়া মাফলার নেবেন । তারপর কান আর বুক ঢেকে দেবেন ।

আপনি এ নিয়ে ভাববেন না । আমি ভাল থাকবো । আমার জন্য দোয়া করবেন । আমি চলি ।

একটু দাঁড়ান, এই বলে কনা ভেতরে চলে গেল । ফিরে এল উলের তৈরি এক জোড়া হ্যান্ডগ্লাভস নিয়ে । কি সুন্দর ধূসর রঙের উপর হলুদ সুতোর কাজ ।

এইটা সাথে রাখুন । আপনার জন্য কিনেছিলাম । শীতকালে পড়তে পারবেন ।

মামুন হেসে বললো, ধন্যবাদ । হ্যান্ডগ্লাভসটা ব্যাগে ভরে নিল মামুন ।

ফরিদ সাহেব রিকশা ধরে আনলেন । ওরা চড়ে বসলো রিকশায় । দেখতে দেখতে রিকশাটা গলির মোড়ে অদৃশ্য হলো ।

কনার মনে হলো নন্দলাল দত্ত লেনের রাস্তাটা বৃষ্টির পানিতে ভিজে উঠছে । সেই বৃষ্টির পানি সরিয়ে মামুনের রিকশাটা এগিয়ে চলেছে ।

।। চৌদ্দ ।।

দেশের বাড়ী

বিকেল পাঁচটায় কনা বেরুলো অফিস থেকে । অফিস থেকে বেরিয়ে শুনলো আজ অফিসের গাড়ি নেই । পাবলিক বাসে ফিরতে হবে । বাসস্ট্যাণ্ডে এসে দেখলো মানুষে মানুষে ঠাসা. সবাই বাসের জন্য অপেক্ষা করছে ।

প্রথম দু'তিনটে বাস হুড়মুড়িয়ে ভরে গেল । চতুর্থ বাসে সিট পেল কনা জানালার পাশে । তখন বিকেল পেরিয়ে সূর্য হেলে পড়েছে । দু'ধারে ধানক্ষেত । তারি মধ্যে দিয়ে চলতে শুরু করেছে বাসটি । সামনেই সাভার বাজার । কনা দেখল, ধানক্ষেতে ধান পাকতে শুরু করেছে । সেই পাকা ধানের গন্ধে মৌ মৌ করছে চারিপাশ ।

কনার মনে পড়ল ছেলেবেলার কথা । সেই যে বাদলা দিনে লঞ্চে দেশে গিয়েছিল কনারা । সেই প্রথম আর সেই শেষ । যে ক'টা দিন ছিল, সে ক'টা দিন বাবার হাত ধরে হেঁটে বেড়িয়েছে । ফরিদ সাহেবের বিশাল কালো ছাতা ছিল । তার নিচে ওরা বেশ এটে যেতো । বড় বড় ধান ক্ষেত, পাট ক্ষেত মাড়িয়ে কোথায় কোথায় চলে যেত কনা । গ্রামের রাস্তাগুলি কি পরিষ্কার । বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে মুছে আরো ধবধব করতো । দিনের বেলায় বাবার সাথে ঘুরে বেড়ানো আর সন্ধ্যে হলে হারিকেন জ্বালিয়ে বৃষ্টি পড়া শোনা । বৃষ্টির টাপুর টুপুর শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে যেত কনা ।

এই সব হলো ছেলেবেলার কথা । সে প্রায়ই ভাবে আবার যদি যাওয়া যেতো দেশের বাড়ীতে । আবার সেই নদীর ঘাট, টিনের চালে বৃষ্টি পড়া, বৃষ্টির পানিতে উপচে পড়া পুকুর ঘাট ।

সেই যে কনা গ্রামের বাড়ী গিয়েছিল, তা কত বছর হবে ? ঠিক মনে নেই কনার । কিন্তু যখন রান্না ঘরে টিনের চালে বৃষ্টি পড়ে, কনার মনে পড়ে সেই দেশের কথা । নন্দলাল দত্ত লেনের নালা দিয়ে যখন বৃষ্টির পানি কলকলিয়ে গড়িয়ে চলে, কনার মনে পড়ে সেই দিনের কথা । সেই ছেলে বেলার কথা, সেই মাটি, সেই টিনের ঘর, সেই ধানের গন্ধ ।

।। পনের ।।

নূতন ঘটনা

আজ অফিস ছুটি । বহুদিন ধরে কনা বই কেনে না । আজ বেরুবে ফরিদ সাহেবকে নিয়ে ।
নন্দলাল দত্ত লেনের বাসায় ছোট্ট একটা লাইব্রেরি আছে । কনার ভাল লাগে বুদ্ধদেব গুহের লেখা আর কাটুন-কমিকের বই ।

ফরিদ সাহেব অবশ্য এ্যাডভেঞ্চার পড়তে ভালবাসেন । তাই বেশ কিছু মাসুদ রানা, কিশোর গোয়েন্দা শোভা পাচ্ছে লাইব্রেরিতে ।
লুনা, সুনীল আর হুমায়ূন দিয়ে ভরে ফেলেছে লাইব্রেরি ।
শাড়ি পরে নিচে নেমে এলো কনা ।

ধবধবে সাদা শাড়ি আর ফাঁকে ফাঁকে লাল সুতোর কাজ । মাথার চুল শক্ত করে বেধেছে সে । পায়ে একটা স্লিপার আর হালকা সুতোর মালা । ধবধবে শাড়ি আর ধূসর চপ্পলে কনাকে খুব পবিত্র মনে হচ্ছে ।

রিকশায় উঠল কনা আর ফরিদ সাহেব । এখান থেকে নিউমার্কেট আধঘন্টার পথ । রিকশা ছাড়তে না ছাড়তে হন্তদন্ত হয়ে কামাল হাজির ।
কি হয়েছে কামাল, তোমাকে এতো শুকনো দেখাচ্ছে ? ফরিদ সাহেব রিকশা থামিয়ে জানতে চাইলেন ।
কাকা, মা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন । একটা এ্যাম্বুলেন্স না ডাকলেই না ।
কামালকে কখনও ব্যস্ত হতে দেখেনি কনা । আজই দেখলো ।
কনাদের আর যাওয়া হলো না ।
কামালকে নিয়ে ফরিদ সাহেব এ্যাম্বুলেন্স খুঁজতে গেলেন । খুরশীদা খালাকে দেখতে কনা ভেতরে এলো ।

ঘরে ঢুকে দেখলো খালা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন । তার পাশে কেউ নেই । কনা উঠে গিয়ে খুরশীদা বেগমের মাথা ঠিক করে দিলো । খুরশীদা বেগম গভীর অচেতন যেন সারা বেলা কাজ সেরে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন ।

মার কথা মনে হলো কনার । সেই যে লায়লা বেগম জ্ঞান হারালেন আর ফিরলেন না । একটানা দু'দিন অজ্ঞান থেকে লায়লা বেগম চলে গেলেন । কনার হাতে দিয়ে গেলেন ফরিদ সাহেব আর লুনার ভার ।

একটু পর এ্যাম্বুলেন্স এল পু পু শব্দ করে ।

দেখতে না দেখতে কামাল ঘরে ঢুকলো । সাথে দুইজন লোক ।

খুরশীদা খালাকে এ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল । ফরিদ সাহেব আর কামাল সামনের সিটে বসল । কনা গিয়ে উঠল এ্যাম্বুলেন্সের পেছনে ।

সন্ধ্যে নামছে তখন পুরোনো ঢাকায় । লোকজন তাদের ভিড় করে দেখছে ।

।। ষোল ।।

খুরশিদা খালার হাউশ

দু'দিন হয়েছে খুরশীদা খালার জ্ঞান ফিরেছে । প্রথমে কাউকে চিনতে পারলেন না । খুব শক্ত এ্যাটাক হয়েছিল । করোনারি বাইপাসের পরামর্শ দিয়েছে ডাক্তার ।

খুরশীদা বেগম জানে তার অবস্থার কথা । কামাল কিছু বলেনি । তিনি বুঝে নিয়েছেন । কামালের বিয়েটা সেরে ফেলতে হবে ।

বিকেলে কনা গেলো খুরশীদা খালাকে দেখতে । আজ রাতে সে থাকবে খুরশীদা খালার সাথে ।

এই কদিন রাত জেগে কামালের মুখ বসে গেছে । কামালকে ডেকে ফরিদ সাহেব বললেন,

আজ রাতে তোমার থাকবার দরকার নেই । তুমি বাসায় চলে যাও । কনা থাকবে তোমার মার সাথে ।

কামাল মাথা নেড়ে সায় দিলো । কিছু বললো না ।

কনা দেখলো, মানুষটা আরো শুকিয়ে গেছে এই ক'দিনের দৌড়াদৌড়িতে ।

সবাই চলে এলো বাড়ীতে । কনা রয়ে গেল হাসপাতালে ।

আমার কাছে এসে বসো, খুরশীদা বেগম ডাকলেন ইশারায় ।

বিছানায় উঠে এলো কনা ।

খুরশীদা বেগম বললেন, তোমাকে একটি কথা বলতে চাই, তুমি রাখবে ?

নিশ্চয় রাখব খালা ।

সত্যি বলছ তো ?

কনা মাথা নাড়লো ।

খুরশীদা বেগম বলতে শুরু করলেন,

তুমি তো জান, আমার জীবন অনিশ্চিত । এই আছি, এই নেই । তাই যাবার আগে কামালকে তোমার হাতে দিতে চাই । কামালকে আমি বলেছি সে কথা । ও'র মত আছে । তুমি কি বলো ?

কনা ভাবেনি খুরশীদা খালা তাকে এরকম কিছু বলবে । কি বলবে কনা ? ও'চুপ হয়ে রইল ।

তুমি যে কিছু বলছ না?

কনা কিছুক্ষণ নিরব থেকে বলল,

কামাল ভাই তো ভালো মানুষ । উনার মত মানুষ কটা আছে? এই বলে কনা চুপ হয়ে গেল । আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না সে । খুরশীদা বেগমকে উত্তেজিত হতে বাড়ণ করেছে ডাক্তার । নিজেকে সামলে নিলো কনা । খালা, আপনি ভাল হয়ে বাড়ী আসুন । তারপর না হয় বলব ।

খুরশীদা বেগম আর কথা বাড়ালেন না । একটু হেসে পাশ ফিরে শুলেন ।

www.sayedhossain.com

।। সতের ।।

টাঙ্গাইল

ফরিদ সাহেব আজ টাঙ্গাইল যাবেন বন্ধুর মেয়ের বিয়ে খেতে । সকাল থেকে তার আয়োজন । তিনি এমন পরিবেশ তৈরী করেছেন, যেন বহুদিন তার ফেরা হবে না অথচ সন্ধ্যের গাড়ীতে উনি ফিরছেন ।

স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে লুনা-কনা ছাড়া কোথাও থাকতে পারেন না ফরিদ সাহেব । সন্ধ্যে হলে বাড়ী ফেরা চাই । যখন কোথাও গিয়েছেন, লুনা কনার জন্য অনেক কিছু এনেছেন । গেল বছর নরসিংদী গিয়েছিল ফরিদ সাহেব । ফেরার সময় নরসিংদীর মেলা থেকে ধূসর রঙের বাঁশি, মাটির ছোট পাতিল আর মিষ্টি নিয়ে এসেছেন । সবই লুনা-কনার জন্য । মাটির পাতিল আর কাঠের বাঁশি দেখে লুনা-কনা তো অবাক ।

বাবাকে বোঝানো যাবে না যে তারা আর ছোটটি নেই ।

কখন ফিরছ ? কনা জানতে চাইলো ।

বিকেলের বাস ধরবো । দু'ঘন্টা লাগবে । তোমাদের সাথে রাতে খাব ।

বেশী রাত করোনা । সকাল সকাল চলে এসো, কনা তাড়া দিল ।

বায়তুল মোকাররম থেকে কেনা কাপড় দিয়ে যে পাঞ্জাবি বানিয়েছিল, সেইটা পড়তে দিলো কনা ।

খুব সুন্দর মানিয়েছে ফরিদ সাহেবকে আজ । লায়লা বেগম থাকলে একটু আতর লাগিয়ে দিতেন । কনার একদম পছন্দ না আতরের গন্ধ । কেমন যেন মাথাটা ঝিম ঝিম করে ।

চলিরে, বলে ফরিদ সাহেব উঠলেন ।

লুনা কনার হাত ধরে নিচে নেমে এলেন ।

।। আঠার ।।

দিল্লি

স্কুল আর কলেজের পরীক্ষায় খুব ভালো করলো লুনা । যেদিন কলেজের পরীক্ষায় লুনা ভাল করল, ফরিদ সাহেব ঘোষণা দিলেন লুনা-কনাকে নিয়ে দিল্লি যাবে । লুনা-কনার কি আনন্দ সেদিন । ফরিদ সাহেব কথা রেখেছিলেন ।
দু'মাস পরে ওরা ইন্ডিয়া গেল । দিল্লি, কলকাতা, আগ্রা সব ঘুরে এলো । ঝাড়া বিশ দিনের সফর ।

কলকাতা থেকে সোজা ট্রেনে যাওয়া যায় দিল্লি । অনেক সময় লাগে । তারপরেও ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে যখন ট্রেনটা হুহু শব্দে চলতে শুরু করেছিল, কনার মনে হয়েছিল এই ধান ক্ষেতের বুঝি আর শেষ নেই । এই বিস্তীর্ণ সবুজের মেলা আর সীমাহীন রৌদ্র ঝলকানো ধানের সারি দেখতে দেখতে কখন যে ওরা পৌঁছে গেছে ।

দিল্লি থেকে অনেক কিছুই কিনলো ওরা । প্রায় সব লুনার জন্য । লুনা চারটে শাড়ি কিনল । ওর পছন্দ রঙ বেরঙের শাড়ি । লুনাকে খুব মানালো লাল নীল শাড়িতে ।

কনা ভাবলো, আজ মামুন থাকলে ধবধবে সাদা সুতীর পাঞ্জাবি কিনে দিতো । মামুনের গলার দিকটা অসম্ভব রকমের ফর্সা । সাদা পাঞ্জাবিতে ওকে মানাতো খুব ।
কলিমার জন্য দুটো লাল শাড়ি কেনা হল । দুটোই খাঁটি সুতীর । কলিমা লজ্জা পেয়ে বলেছিলো তার জন্য লাল শাড়ি নিতে । কনা বেছে বেছে দুটো লাল শাড়ি নিলো ।

লায়লা বেগমের পছন্দ ছিল ধূসর আর নীল রঙ । তাই কনা লুনার ছেলেবেলার সব জামা ধূসর অথবা নীল রঙের ।

।। উনিশ ।।

জীবন খালা

কনাদের পাশেই জীবন খালার বাড়ী । জীবন খালা লায়লা বেগমের পাড়াতো বন্ধু ছিল । কোনো ছেলে হয়নি জীবন খালার । মেয়েগুলোর বিয়ে দিয়ে ছোট মেয়ের সাথে নন্দলাল দত্ত লেনের শেষ বাড়ীতে থাকেন । কনাকে প্রায়ই খবর দেয় । আজও দিয়েছে ।

বিকেল পাঁচটায় জীবন খালার বাড়ীতে ঢুকলো কনা । দরজার মুখে পাতা বাহারের গাছ । ছোট বেলা থেকে গাছটা দেখে আসছে কনা । জীবন খালা এর নাম দিয়েছে কালাম । কালাম বলে ডাকেন গাছকে । গাছের নাম কালাম হতে পারে, এই প্রথম শুনল কনারা ।

খালার খুব সখ ছিলো ফুটফুটে ছেলের মা হবেন । আল্লাহ তার আশা পূরণ করেননি । উনার পাঁচ-পাঁচটা মেয়ে । তাদের নিয়ে সাজিয়েছেন সুখের সংসার । মেয়েরা সুযোগ পেলে মাকে দেখতে আসে আর ছেলে সন্তান বলতে কালাম, যে কিনা দরজার মুখে পরম যত্নে লালিত পালিত হচ্ছে ।
অনেক বড় হয়েছে কালাম । সেই ছোটটি নেই । কনার মাথা ছুঁই ছুঁই করছে ।

ভিতরে চলে এস, জীবন খালা বললেন কনাকে দরজা দিয়ে উঁকি মারতে দেখে ।
কনা ঢুকে পড়লো ঘরে ।
পরনে তার ধূসর রঙের শাড়ি । পায়ে কালো বেলটের চপ্পল । মাথার চুল শক্ত করে বেঁধেছে সে ।

লায়লা বেগম থাকলে আরো শক্ত করে বেঁধে দিতেন । মেয়েদের এলোচুল একদম পছন্দ করতেন না । চুলে তেল দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিতেন । তারপর থেকে কনার অভ্যাস হয়ে গেছে ।
জীবন খালা বললেন, আজ দিল্লির সেমাই রেঁধেছি । তাই তোমাদের ডেকেছি ।
ভাল কিছু রান্না হলে লুনা কনার ডাক পড়ে । প্রতিদিন অফিস থাকে বলে কনা আসতে পারে না । লুনার হাত দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দেয় জীবন খালা ।
ছোট একটা ধবধবে সাদা বাটিতে সেমাই বাড়লো খালা ।
এইমাত্র চুলা থেকে নামিয়েছি । সাবধানে খেতে হবে ।

কনা দেখলো, সেমাই থেকে ধুঁয়া বেরুচ্ছে । সেই গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চাড়িপাশে ।

কনা ভাবলো লুনাটা থাকলে ভালো হতো ।

এই চামুচ দিয়ে খেয়ে ফেল, স্টিলের চামুচ এগিয়ে দিলেন জীবন খালা ।

কনা খেতে পারছিল না গরম বলে । জীবন খালা বেশ কয়েক চামুচ খেয়ে ফেললেন এরি মধ্যে ।

তোমার বাবা কেমন আছে ?

ভাল ।

শুনলাম তুমি বাইরে যাচ্ছ পড়তে । অফিস থেকে পাঠাচ্ছে ?

এখনও ঠিক হয়নি খালা । অফিস আমার নাম রিকমেন্ড করেছে ।

তুমি যাচ্ছ তো ?

জানি না খালা । বাবাকে রেখে কিভাবে যাই ? বাবা অবশ্য বলছে তার অসুবিধে হবে না ।

।। বিশ ।।

কামালের কথা

জীবন খালার বাড়ী থেকে কনা যখন বেরুলো, তখন বিকেলের শেষ আলো উঁকিঝুঁকি মারছে । হেটেই বাড়ী ফিরবে কনা । গলির আরেক মাথায় কনাদের বাড়ী । দশ মিনিটের পথ ।

কই থেকে এলেন ? কে যেন পাশ থেকে বলে উংল ।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল কামাল দাঁড়িয়ে আছে । পরনে সাদা সার্ট আর ধূসর রঙের ট্রাউজার । কনার দিকে তাকিয়ে হাসছে ।

এইতো জীবন খালার বাড়ী গিয়েছিলাম । খালা খবর দিয়েছিলেন সেমাই খেতে, বলেই হাসি পেল । এই সেমায়ের কথাটা নাইবা বলতো ।

ভাল তো, কেমন খেলেন ?

খুব ভালো হয়েছে । দিল্লি থেকে এসেছে । উনার ছোট জামাই এনেছেন ।

তাই । কামাল একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল, আপনাকে কিছু বলার ছিল । যদি একটু সময় দিতেন ।

বেশ তো বলুন ?

নন্দলাল দত্ত লেনের ব্যস্ত রাস্তায় কোন কথা ঠিকভাবে শোনা যায় না । ঝাঁকে ঝাঁকে রিকশা আসছে আর যাচ্ছে । এরি ভেতর এক কোণায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে ওরা ।

কামাল বলল, যদি কিছু মনে না করেন, চলুন না সদর ঘাটের দিকে যাই । ওখানে খুব ভালো একটা রেস্টুরেন্ট আছে । প্রতি বিকেলে ওরা সিঙ্গাড়া ভাজে । আপনার ভালো লাগবে, যাবেন ?

কামাল এমনভাবে বলল যে কনা আর না করতে পারল না ।

চলুন, বলেই কনা হাঁটা দিলো কামালের সাথে ।

কনা জানে না কখন সে রাজী হয়ে গেছে ।

নন্দলাল দত্ত লেন পেরিয়ে ওরা সেন্ট গ্রেগরী স্কুলের সামনে চলে এলো । রাস্তার ওপারে মেয়েদের স্কুল । ছোট বেলায় ঐখানে পড়েছে কনা । তারপর বদরুন্নেসা এবং সব শেষে কৃষি কলেজে ।

মেয়েরা কৃষি কলেজে পড়বে এ কেমন কথা ? ফরিদ সাহেব তো বলেই ফেললেন একদিন । কিন্তু কনার জোর ইচ্ছে দেখে তিনি আর কথা বাড়াননি ।

কনা আর কামাল যখন হাঁটতে হাঁটতে বাহাদুর শাহ পার্কের কাছে এলো, তখন সূর্যটা হেলে পড়েছে । বাহাদুর শাহ পার্কের ফাঁকে ফাঁকে বিকেলের পড়ন্ত রৌদ্র উঁকিঝুঁকি মারছে । এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে ঘন্টা খানেক আগে । গাছের পাতাগুলো ধুয়ে মুছে ঝক ঝকে সবুজ হয়ে উঠেছে ।

এই পুরোনো ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক এলাকাটা যেমনি চওড়া তেমনি লোকে ঠাসা । কতো হাজারো রিকশা ওদের গা ঘেঁষে যাচ্ছে আর আসছে, তার হিসেব নেই । এই যে এতো কোলাহল, এই যে এতো ভিড় ভাট্টা, তারপরেও পুরোনো ঢাকাতে থাকতে ভাল লাগে কনার । কোথায় যেন একটা মায়া পরে গেছে এই বঞ্চিত, অবহেলিত পুরোনো শহরটার প্রতি ।

রিকশায় উঠবেন ? কামাল জানতে চাইলো । এই দিকটাতে একদম হাঁটা যায় না ।

থাক, হেঁটেই যাই ।

ওরা যখন সদরঘাটে পৌছালো, তখন সূর্য ডুবু ডুবু করছে । এক রেস্টুরেন্টের কোণায় গিয়ে বসলো ওরা । রেস্টুরেন্টটা টিন দিয়ে তৈরী । পুরো রেস্টুরেন্টটাই বুড়িগঙ্গা নদীর উপর বাঁশের খুটিতে দাঁড়িয়ে আছে । নিচে বুড়িগঙ্গার কুলকুল শব্দ শুনল ওরা । আশেপাশের লোকজন চা আর সিঙ্গাড়া খাচ্ছে । কনা আর কামাল জানালার পাশে বসেছে ।

কনা দেখল, কত হরেক রকমের নৌকো আর লঞ্চ । দুটো লঞ্চ মাঝ নদীতে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে । কেউ কেউ আবার বাঁশি বাজিয়ে এগুচ্ছে । গোধুলীর শেষ আলো দেখতে অনেকে লঞ্চের ছাদে দাঁড়িয়েছে । নদীর হাওয়ায় অল্প অল্প শীত করতে লাগল কনার ।

কামাল বলল, কি খাবেন, সিঙ্গাড়া, চা দিতে বলি ?

কনা মাথা নেড়ে সায় দিলো ।

দেখতে দেখতে সিঙ্গাড়া, চা এলো ।

কামাল বলল, ফরিদ কাকা বলছিলেন, আপনি নাকি বাইরে যাচ্ছেন পড়তে ?

এখনও ঠিক হয়নি কিছু । বাবাকে রেখে কিভাবে যাই ?

কামাল বলল,

লুনা আর কলিমা'তো রইল । তাছাড়া আমরা পাশেই আছি। আপনি অফারটা পেলে চলে যান । এক বছরের ব্যাপার । দেখতে দেখতে পার হয়ে যাবে ।

আপনারা সাহস দিলে যেতে পারি ।

আপনি নির্ভয়ে যেতে পারেন । ফরিদ কাকার দায়িত্ব আমি নিলাম, এই বলে কামাল হেসে দিল ।

বাবাও সেই রকম বলছে । কিন্তু বাবাকে ছেড়ে কোথাও যেতে মন চায় না । ফিরে এসে যদি বাবাকে না দেখি ?

কামাল চুপ হয়ে গেল ।

এ প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই । মৃত্যু আসবেই কিন্তু সেটা কবে তা জ্ঞানের অতীত ।

কনা বললো,

জানেন তো আমার মা নেই । এই একটা মাত্র লোককে ভর করে আমি বড় হয়েছি । সেই লোকটা আমার বাবা । আমার বাবাকে নিয়ে কোন ঝুঁকি নিতে চাই না ।

কামাল বললো, তাহলে কি করতে চান ?

জানি না । এখনো ঠিক করিনি ।

এমন হয় না আপনি ফরিদ কাকাকে সাথে নিয়ে গেলেন ?

সেটা নির্ভর করছে স্কলারশিপের উপর ।

কামাল বললো,

আপনি ফরিদ কাকার জন্য যেতে চাচ্ছেন না । আপনি না গেলে ফরিদ কাকা কত কষ্ট পাবেন, তা একবার ভেবেছেন ?

ভেবেছি । অনেক বার ভেবেছি । তারপরেও সাহস পাই না ।

কামাল চুপ হয়ে গেল ।

কনা আস্তে আস্তে বললো, আপনি কি চেষ্টা করছেন বাইরে পড়তে যাবার ? শুনেছি সরকারি কলেজের শিক্ষকেরা বাইরে পড়ার বৃত্তি পায় ।

হ্যাঁ । কিছু কিছু বৃত্তি আছে । চেষ্টা করবো ।

কনা বলে উঠল, কৈ বললেন না তো কি যেন বলবেন ?

কামাল প্রথমে চুপ হয়ে গেল । তারপর বলল, আজ নাইবা বললাম ।

আপনি বলতে পারেন । কোন অসুবিধে দেখছি না ।

কামাল একটু সময় নিয়ে বললো,

মা যখন হাসপাতালে ছিলেন, তখন আপনাকে কিছু কথা বলেছেন আমার আর আপনার ব্যাপারে । আমি সে ব্যাপারে কথা বলতে চেয়েছিলাম, এই টুকুন বলে কামাল থেমে গেলো । অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে সে । এই শুকনো আর রোগা মানুষটাকে আরো শুকনো আর রোগা মনে হলো কনার ।

কনার মনে পড়েছে । খুরশীদা খালা কনাকে বউ করে নিতে চান । কিন্তু কামাল যে আজ তাকে জিজ্ঞাসা করবে, তা সে ভাবে নি ।

ফরিদ সাহেব কামালকে পছন্দ করেন । কামালের সাথে তার অন্য রকম সম্পর্ক রয়েছে । কনা-লুনার অনেক গোপন কথা কামালকে অকপটে বলেন তিনি । কিছুদিন আগে লুনার বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল । বড় মেয়েকে রেখে উনি যে ছোট মেয়ের বিয়ে দেবেন না, সে কথা কামালকে জানিয়েছেন । মানুষের বয়স বাড়লে সে দিনকে দিন ছেলেমানুষ হয়ে যায় । বাবা খুব তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, মনে হলো কনার ।
দুইজন চুপচাপ বসে আছে । কামাল আর কথা বাড়াতে পারেনি । এদিকে বুড়িগঙ্গাতে সূর্য ডুবে গেছে । বাতি জ্বলতে শুরু করেছে নদীর ঘাটলায় ।
কনা আস্তে করে বললো, চলুন, আজ ওঠা যাক, অনেক দেরি হয়ে গেছে ।
ঠিক আছে । আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিই ।

আমি রিকশা নিয়ে বেশ চলে যেতে পারব, বলেই কনা একটা রিকশাতে উঠে পড়ল ।
রিকশা ছাড়তে ছাড়তে কনা বলে উঠল, আপনার সিঙ্গাড়ার জন্য ধন্যবাদ । খুব ভালো করেছে ওরা । রিকশা ছেড়ে দিলো ।

সদরঘাট থেকে নন্দলাল দত্ত লেনের দূরত্ব পনের মিনিটের পথ । রাস্তার দুই ধারে ফেরিওয়ালারা হারিকেন জ্বালিয়ে নানা দ্রব্য নিয়ে বসেছে । তাদের ঘিরে অনেক মানুষের ভিড় । কেউ কেউ নানা ধরনের প্রসাধনী, অনেকে অবার শাড়ির থান নিয়ে বসেছে । হালকা হারিকেনের আলোতে কনার চোখে পড়ল লাল শাড়ির থান । কলিমার খুব পছন্দ এই লাল পেড়ে শাড়ি । একদিন কলিমাকে নিয়ে এসে কিনে দিবে কনা ।
খুব খুশী হবে কলিমা, মনে হতেই কনার মন ভরে এলো ।

রিকশাটা বাহাদুর শাহ পার্কের সামনে আসতে কনা দেখলো আরেকটা রিকশায় কামাল বসে আছে । বাতাসে তার চুল উড়ছে । কেমন যেন জড়সড় হয়ে বসেছে লোকটা । শুকনো আর রোগাবলে সন্ধ্যের হাওয়াতে শীত লেগেছে কামালের । নদীর ঘাটে কামালের কথাগুলো মনে হলো কনার । সে কি জবাব দিবে কামালকে?

মামুনের কথা এসে মনে ভর করলো । কি করছে মানুষটা সুদূর আমেরিকাতে বসে ?

।। একুশ ।।

পুরোনো ছাদ

রাতে খেলো লুনা, কনা আর ফরিদ সাহেব । ফরিদ সাহেব জানতে চাইলেন, লুনার পড়াশোনার কথা । বিএ অনার্স পরীক্ষার প্রিপারেশন কেমন ।

লুনা বলল, কাকা, দোয়া রাখবেন যেন ভালো ভাবে পাশ করতে পারি । ফরিদ সাহেব অল্প হাসলেন । কিছু বললেন না ।

লুনা ভালো ছাত্রী । ভাল মার্ক নিয়ে পাশ করবে সে । রাতে খেয়ে লুনা চলে গেল । যাবার সময় বলে গেলো, খুব ভোরে আমাকে ডেকো আপা । কাল সকাল সকাল ক্লাস ।

তাহলে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড় রাত জাগিসনে, কনা বলল ।

কনা চলে এসেছে তার রুমে ।

বুদ্ধদেব গুহ নিয়ে বসেছে । দু'এক লাইন পড়লো । তারপর ভাবলো ঘুমিয়ে পড়ি । কাল অফিস, সকাল সকাল উঠতে হবে ।

কনা যত রাতেই ঘুমাক, তার সকালে উঠা চাই । সকালে ঘুমাতে পারে না কনা । নন্দলাল দত্ত লেনে মোয়াজ্জেমের আজান দেবার আগে উঠে পড়ে সে । ঘরবাড়ী গোছায়, নামাজ পড়ে মার জন্য দোয়া করে ।

প্রতি নামাজেই মার জন্য দোয়া করে কনা ।

ঘুম আসতে চাইছে না একদম । কামালের কথা এসে মনে ভর করলো । ঘড়িতে রাত দুইটার ঘন্টা বাজলো । কনা জানে তার ঘুম হবে না । ছাদে গিয়ে বসা যাক । সুন্দর করে এককাপ চা বানালো । তারপর হাজির হলো বাড়ীর ছাদে ।

ছাদে উঠতেই কনার চোখে পড়লো একরাশ পূর্ণিমার আলো । কি সুন্দর গোল করে পূর্ণিমা উঠেছে । কতদিন পূর্ণিমা দেখেনা কনা ।

যে বার দিল্লি গিয়েছিল, সেবার রাতের ট্রেনে ফিরবার সময় পূর্ণিমা দেখেছিলো । কনার মনে হয়েছিলো, কে যেন সারা আকাশ জুড়ে হাজারো ঝাড়বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে ।

পুরোনো ছাদ বলে ছাদের গা ঘেঁষে ইলিশ মাছের আঁষটে পড়েছে । সেই আঁষটে অবলম্বন করে বেড়ে উঠেছে সবুজ আগাছা । সিমেন্টের একটা চেয়ার পাতা আছে ছাদের কোণাতে । কনা গিয়ে বসলো তার উপর । মজা করে চা খাবে আর পূর্ণিমা দেখবে । গা টা এলিয়ে দিলো কনা ।

আশেপাশের ছাদে কোন মানুষ নেই । পুরানো ঢাকা গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে । মাঝে মাঝে দুই একটা রিকশা চলার শব্দ আসছে নিচ থেকে । জীবন খালার বাড়ীর ছাদ দেখা যায় এখান থেকে । কনা জানে খালা জেগে নেই । উনি সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েন । কামাল'ও নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষন ।

@ Ekaki Neevreete by Sayed Hossain 2008

।। বাইশ ।।

যাত্রা

মাগরিবের নামাজ পড়ে খেয়ে নিলো কনা । আজ রাতের স্টিমারে বরিশাল যাচ্ছে কনা । বরিশালে দু'একটা প্রজেক্ট চলছে । সেই গুলোর তদারকির ভার পড়েছে তার উপর । অফিসের হাসান আর তালাত সাহেবেও যাচ্ছে তার সাথে ।

রাত ন'টায় স্টিমার ছেড়ে যাবে সদরঘাট থেকে । সোজা বরিশাল । সকাল সকাল গিয়ে পৌঁছাবে । কনা কখনো বরিশাল যায়নি । এই প্রথম ।

রাত আটটা বাজতে ফরিদ সাহেব তৈরী হয়ে এলেন । কনাকে স্টিমারে তুলে দেবে সদর ঘাটে । কাছেই স্টিমারের ঘাট ।

রিকশা ধরে আনলেন ফরিদ সাহেব ।

আর দেরি করা যায় না । উঠে পড়ো ।

কনা আর ফরিদ সাহেব রিকশায় উঠতেই রিকশা ছেড়ে দিলো । লুনা আর কলিমা পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো । আবছা আঁধারে লুনার মুখ দেখা গেল না । কনার মনে হলো কবে আবার দেখা হবে এই নিঃস্ব বাবা মা হারা মেয়েটার সাথে ।

রিকশা চলতে শুরু করলে কনা বলে উঠলো, তোমরা ভালো থেকো । সাতদিন পরে ফিরছি ।

লুনা কি যেনো বলল । নন্দলাল দত্ত লেনের ব্যস্ত কোলাহলে হারিয়ে গেল সে কথা ।

।। তেইশ ।।

পুব আকাশের তারকা

স্টিমার ছেড়েছে একঘন্টা হলো । শক্ত মজবুত কাঠ দিয়ে তৈরি মস্ত বড় স্টিমার । এই রুটে সপ্তাহে তিনদিন যাতায়াত করে । নাম দিয়েছে বাদশা এন্টারপ্রাইজ । হয়তো মালিকের নাম বাদশা । বাদশা নামটা যেন কেমন । এই নামের কোন মানুষকে চেনে না কনা । ক'জন মানুষকেই বা সে চেনে ? বাবা, লুনা, কামাল, মামুন, আর গুটি কয়েক আত্মীয়স্বজন আর অফিসের কিছু কলিগ । তার সেই সব ছেলেবেলার বন্ধুরা ? সেই যে স্কুল-কলেজ ছেড়েছে কনা । তারপর তাদের সাথে দেখা নেই । বেশীর ভাগের বিয়ে হয়ে গেছে । অনেকের দু'তিনটে ছেলেপুলে এরি মধ্যে । মাঝে মধ্যে রাস্তা ঘাটে দেখা হয় । খুব ভালো লাগে কনার । মনে হয় কত আপনার ওরা । এই সব ভাবতে ভাবতে কখন যে স্টিমারটা গভীর নদীতে পড়েছে, কনার খেয়াল নেই ।

স্টিমারের ছাদে সিঙ্গেল কেবিন পেয়েছে কনা । আশেপাশে আরো দু'একটা কেবিন । চার পাঁচটা ফ্যামিলি যাচ্ছে ওদের সাথে । রাত গভীর হতেই আশেপাশের কেবিনে বাতি নিভে এলো ।

কেবিন থেকে বেরিয়ে কনা দেখলো সামনে খোলা জায়গা । মাথার উপর খোলা আকাশ । হাজারো নক্ষত্রে ছেয়ে আছে আকাশের চারিপাশে । আকাশের ডানদিকে ধবধবে সাদা চাঁদ । তার আলোতে থইথই করছে নদীর দু'ধার । কনা দেখলো, হাজারো মুক্তো ছড়িয়ে আছে তার চারিদিকে । সেই আলো মুক্তো ঝলমল মাড়িয়ে ছুটে চলেছে বাদশা এন্টারপ্রাইজ ।

স্টিমারের ছাদে অনেকগুলো চেয়ার পাতা । সবগুলো কাঠ দিয়ে তৈরী । চেয়ারগুলো হেলে বানানো যাতে স্টিমারের যাত্রীরা এলিয়ে বসতে পারে । রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে একটা চেয়ারে বসল কনা । মাথাটা আপনাতেই এলে পড়ল আকাশের দিকে । কি সুন্দর মসৃন কাঠ দিয়ে তৈরী এই চেয়ারটা । কনা বসতেই কাঠের গন্ধ নাকে এলো । কি কাঠ দিয়ে তৈরী ? ফরিদ সাহেবের কাছে অনেক কাঠের নাম শুনেছে । কিন্তু কোন কাঠের কি গন্ধ জানা নেই তার । সেই ছেলেবেলায়, সে যখন দেশে গিয়েছিল, তখন এ রকম গন্ধ পেয়েছিলো ।

কনা ভাবলো এখন কে কি করছে বাসায় ? ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো রাত একটা । বাবা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষন । লুনা রাত জেগে নভেল পড়ছে । কই কই থেকে গল্পের বই নিয়ে আসে । কনার একদম ভালো লাগে না রাত জেগে নভেল পড়া ।

বুদ্ধদেব গুহ'র মধুকরী পড়েছিলো কনা । এতো চমৎকার করে যে শব্দ জোড়া দেয়া যেতে পারে, এই প্রথম পড়লো কনা ।

স্টিমারের ছাদে কোন মানুষ নেই । গভীর ঘুমে তলিয়ে পড়েছে সবাই । কনারো ঘুম পাচ্ছে । কিন্তু এই অত্যাশ্চার্য নদীর ঝিকিমিকি, মিষ্টি শীতল হাওয়া আর আকাশে বিস্তীর্ণ হাজারো নক্ষত্র, এই সব ছেড়ে তার পা নড়লো না । মনে পড়লো কামাল আর মামুনের কথা । কামালকে কনা মানা করে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত । কোথায় যেনো একটা বাধা, কোথায় যেনো একটা জড়তা ।

খুরশীদা বেগম মন খারাপ করেছেন । শুধু বলেছেন তোমার মা আজ বেঁচে থাকলে তোমাকে বৌ করে আনতাম । কনা কিছু বলেনি । কামালের অচিরেই বিয়ে । কনে খুরশীদা খালার এক আত্মীয়ার মেয়ে ।

এদিকে মামুন পড়া শেষ করে চাকরিতে ঢুকেছে । কনাকে লিখেছে, তার সাহায্য ছাড়া এতো দূর আসা হতো না । কনাকে অনেক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে মামুন । শেষে লিখেছে সে কনার সব টাকা শোধ দিতে চায় ।
কনা তো কখনো টাকা ফেরত চায়নি । সে চেয়েছিলো অনেক পড়াশোনা করবে মামুন । তারপর দেশে ফিরবে একদিন । কনা তো আর কিছু চায় নি ? আর কি কিছু সে চেয়েছিলো ? সে আর ভাবলো না । ভাবতে ভয় হলো তার ।

দুই সপ্তাহ পারে ব্যাংক থেকে চিঠি এলো কনার নামে । সে দেখলো ধার নেয়া সব টাকা ফেরত পাঠিয়েছে মামুন ।
কনার মনে পড়ল, মামুন তো কখনো তার সাথে কোন সম্পর্ক করতে চায়নি । শুধু কিছু টাকা ধার নিয়েছিল মাত্র । আবার তা ফিরিয়ে দিল ।

খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখলো কনা, সে এক আজানা সাগরে একাই তরী ভাসিয়েছে । নিজের উপর করুণা হলো তার কিন্তু তার যে আর ফিরবার উপায় নেই । হাজারো নক্ষত্রের ভিড়ে পুব আকাশে জ্বেলে উঠা তারাকাটা যে তার চাই ।

।। চব্বিশ ।।

বিয়ে

কামালের আজ বিয়ে । সকাল থেকেই আয়োজন । কনে বিএ পড়ে নরসিংদী সরকারি কলেজে । খুরশীদা খালার কাছে শুনেছে মেয়ে খুব সংসারী । নিজের ঘরবাড়ী ঝকঝকে করে রাখে । কামাল মেয়ে দেখেনি । মার পছন্দ শুনে আর কথা বাড়ায়নি ।

বিয়ের সব কেনা কাটা করলো কনা আর লুনা । দিনাজপুর থেকে খুরশীদা খালার ছোট বোন এসেছে । ডাক নাম মুনা । মুনা খালা বলে ডাকতে শুরু করলো কনা আর লুনা । খুব কাজের মেয়ে মুনা খালা । দু'দিনেই ঘরবাড়ী ঘষে মেজে একাকার ।

খুরশীদা খালার অসুখের পর ঐ বাড়ীর সবকিছু এলোমেলো হয়ে ছিলো । মুনা খালা এসে সব ঠিক করলেন । সারাদিন কাজ করেন মুনা খালা । এতটুকু বিরক্ত নেই । মুখে হাসি লেগেই আছে । খুরশীদা খালার অপারেশন পর্যন্ত মুনা খালা থাকবেন । সরওয়ার্দী হাসপাতালে অপারেশন হবে । বিদেশ থেকে মেডিকেল টিম এসেছে দুই মাস হলো । বিনে পয়সায় অনেকগুলো অপারেশন করবে ওরা । কামাল অনেক কষ্ঠে নাম লিখিয়েছে।

অপারেশন হতে আর মাত্র একমাস বাকী । এরি মধ্যে কামালের বিয়েটা সেরে ফেলছেন খুরশীদা বেগম । খুরশীদা বেগম তার একমাত্র সন্তানের বিয়ে ধুমধামের সাথে দিতে চান । সকাল থেকে হাসু ডেকোরেটর কাজে নেমেছে । পুরোনো এই বাড়ী জুড়ে লাগানো হয়েছে ইলেকট্রিকের লাইট আর চরকী ঘুরানো ঝাড় বাতি । আজ আর কাল চলবে এই আলোকসজ্জা ।

লুনাকে নূতন শাড়ি উপহার দিয়েছে কনা বিয়ে উপলক্ষে । কিন্তু লুনার আজ ইউনিভাসির্টি'তে ফাংশন আছে । তাকে গান গাইতে হবে । কামালের বিয়েতে আসা হচ্ছে না তার । ভাল আর্টিস্ট হলে এই সমস্যা, মনে হলো কনার ।

।। পচিশ ।।

নুতন বউ

ফরিদ সাহেব আর কনা বিয়ে খেয়ে বাড়ী ফিরেছে অনেকক্ষণ । ফিরতে অনেক দেরী হলো ওদের কারণ বিয়ে পড়াতে অনেক দেরী করেছে ওরা । কামাল, খুরশীদা খালা আর মুনা খালা, নতুন বউ নিয়ে বাসর ঘরে ঢুকলো ।

কনা, লুনা আর মুনা খালা মিলে বাসর ঘর সাজিয়েছে । মুনা খালার ইচ্ছে ছিলো কাগজের ফুল দিয়ে সাজাবে । কনার পছন্দ হয়নি সে কথা । হাইকোর্ট থেকে তাজা ফুল নিয়ে এসেছে সে । কাঁচা ফুলের গন্ধে মৌ মৌ করছে চারিপাশ । কামাল আর নতুন বউ বিছানায় বসলো ।

নতুন বউ পেয়ে খুরশীদা বেগম দিশেহারা । কোথায় বউ বসাবেন, কি দিয়ে আপ্যায়ন করবেন, তাই নিয়ে তার ব্যস্ততা ।

।। ছাব্বিশ ।।

শুরু হলো

কামাল আর নতুন বউকে বাসর ঘরে রেখে বাসায় ফিরেছে কনা আর ফরিদ সাহেব । কলিমা এসে জানালো, লুনা এখনো ফেরেনি । লুনা তো কখনও এতো দেরী করে না ? ইউনিভার্সিটি'র ফাংশন তো এতোক্ষনে শেষ হয়ে যাবার কথা । ঘড়িতে রাত দুইটার ঘন্টা দিলো ।

ফরিদ সাহেবকে চা করে দিলো কনা । নিজেও খেলো ।

এতো রাতে কোথায় খুঁজবে লুনাকে ?

লুনার তো কিছু হয় নি ?

অজানা আশংকায় কনার মন কেঁপে উঠল । হয়তো কোন বন্ধুর বাড়ীতে আটকে গেছে । সবাই মিলে রাত কাটাবে । নিজেকে বুঝাতে লাগল কনা । নিশ্চয় ভাল আছে লুনা ।

হঠাৎ কারেন্ট চলে গেল । পুরোনো ঢাকা ডুবে গেলো গভীর আঁধারে । ছোট একটা মোম ধরিয়ে ফরিদ সাহেবের সামনে দিলো কনা । কনা দেখলো, তার বাবার চোয়ালে সেই নীল রেখাটা ।

কনা বললো, আমি ছাদে যাচ্ছি । একটু পরে নামবো । তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্ঠা কর । আমি জেগে আছি ।

ফরিদ সাহেব বললেন, আমার আর ঘুম আসবে না ।

হঠাৎ করে বাইরের দরজায় কিছু একটা শব্দ হতেই কনা আর ফরিদ সাহেব ছুটে গেলেন । দু'টো বিড়াল ঝগড়া বাধিয়েছে দরজার মুখে । কেউ কাউকে ছাড়বে না । কনা জানে লুনা ফিরেনি ।

ইউনিভার্সিটি, থানা-পুলিশ, হাসপাতাল কোথাও বাদ রাখলেন না ফরিদ সাহেব । লুনার সব বন্ধুদের বাড়ী খোঁজ নেয়া হয়েছে । কোথাও নেই লুনা ।

আজ দ'ুদিন হয়ে গেলো । কনা অফিস ছুটি নিয়েছে । বাবা আর মেয়ে মিলে খুঁজে ফিরছে তাদের হারানো লুনাকে । ফরিদ সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন । ডাক্তার রিলাক্সিন দিয়েছে যেন একটু হাল্কা বোধ করেন । কনা জানে, এভাবে চলতে থাকলে বাবাকে ধরে রাখা যাবে না ।

মাঝে মাঝে কনা ভাবে, তার বাবা চলে গেলে সে কাকে নিয়ে থাকবে ?

ISBN No. 978-983-43934-1-0

চিঠি

প্রতিদিন কনা লেটার বক্স খুলে দেখে । আজও খুলেছে । দেখলো উল্টো ভাবে পড়ে আছে একটা চিঠি । কনা ভাবলো মামুনের চিঠি । কত দিন মামুনের চিঠি আসে না ? চিঠিটা খুলে দেখল তার নাম । বাংলায় লেখা । হাতের লেখাটা খুব পরিচিত । বাংলাদেশী স্ট্যাম্প লাগানো আছে । একটানে খুলে ফেলল চিঠিটা । লেখা দেখে বুঝলো লুনা লিখেছে।

কনা আপা, এয়ারপোর্ট, ঢাকা

সালাম নিও । যখন এই চিঠিটা তুমি পড়বে, তখন আমি অনেক দূরে বসে আছি । প্লেনে উঠবার আগে চিঠিটা পোস্ট করেছি ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে । তোমাকে অনেক কথা আমার বলা হয়নি । আজ বলতে বাধা নেই ।

মামুনের সাথে আমার দীর্ঘদিন সম্পর্ক চলছিল । তোমাকে জানানো হয়নি সে কথা । আমেরিকাতে চলে যাবার পর মামুন আমাকে চিঠি লেখে । আমি তার জবাব দেই । এভাবে কিছুদিন পর সে আমাকে বিয়ের কথা লেখে । প্রথম প্রথম আমি আপত্তি করেছিলাম কিন্তু রাজি হয়ে যাই শেষ পর্যন্ত । আমাদের গত দু'মাস আগে বিয়ে হয়ে যায় ফোনে । মামুন আমাকে ভিসার কাগজপত্র পাঠায় । মামুনের স্ত্রী হিসাবে আজ আমার আমেরিকা যাত্রা ।

যখন আমি বুঝতে পারলাম তুমি মামুনকে পছন্দ কর, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে । ততদিনে আমাদের বিয়ের সব কথাবার্তা ঠিক । মামুন নূতন বাসা নিয়েছে । দেশেও খবর পাঠিয়েছে । তারপরেও আমি পিছিয়ে এলাম তোমার কথা ভেবে কিন্তু পারলাম না শেষ পর্যন্ত মামুনকে ছেড়ে থাকতে । কনা আপু ..... সত্যি করে একটা কথা বলি । তুমি যদি প্রথম থেকে বা কখনো মামুনের কথা বলতে, আমি এপথে পা বাড়াতাম না । তুমি বড্ড দেরি করে ফেলেছ আপু ।

তোমাকে আমার বলার কিছু নেই । যদি পার আমাকে ক্ষমা করো । তোমার আশ্রয় আর ভালবাসা না পেলে আজ কোথায় হারিয়ে যেতাম । ফরিদ কাকার কাছে ক্ষমা চাওয়ার সাহস আমার নেই । যদি পার আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিও ।

ভাল থেকো । ইতি লুনা

।। আটাশ ।।

তিন তিনটে বর্ষাকাল

তিন তিনটে বর্ষাকাল পার হয়ে গেলো । বর্ষাকাল আবারো এসেছে । নন্দলাল দত্ত লেনের পানি নিষ্কাশনের নালাটা আবারো ভরে উঠেছে অবিশ্রান্ত বর্ষনে । এবারের বর্ষা আগের বছর গুলোর চেয়ে অনেক বেশী দূরন্ত. । একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না ।

কনা আর ফরিদ সাহেব এখনো আছেন নন্দলাল দত্ত লেনের সেই পুরোনো বাড়ীতে । অকস্মাৎ লুনার চলে যাওয়াটা সহ্য হয়নি ফরিদ সাহেবের । স্ট্রোকে উনি পংগু হয়ে যান । বিলেতে পড়তে যাবার বৃত্তিটা এসেছিলো । কনা তা নেইনি শেষ পর্যন্ত । বাবাকে জানানো হয়নি সে কথা । শুনলে ফরিদ সাহেব খুব রাগ করতেন ।

জমজ দুই মেয়ের বাবা হয়েছে কামাল । ঝুনা আর তুনা । খুব কাছে থেকে না দেখলে চেনা যায় না, কে ঝুনা আর কে তুনা । কামালের বউ সারাদিন বাচ্চা নিয়ে থাকে আর স্বামীর সেবা করে । বউয়ের অসাধারণ সেবা পেয়ে কামালের চোয়ালে মাংশ এসেছে । আগের সেই রোগা ভাবটা নেই । কি হাসিখুশি না দেখায় কামালকে ।

কিছুদিন হলো কামাল বদলি হয়ে গেছে সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজে । নিচ তলায় নতুন ভাড়াটিয়ে এসেছে । দুই মেয়ে নিয়ে ছোট্ট পরিবার । বড় মেয়ের বয়স সাত বছর । নাম অরুন । কনাকে ছোট খালা বলে ডাকে ।

মাঝে মাঝে বাসায় ফিরে দেখে অরুন তার বিছানায় ঘুমিয়ে আছে । আলতো করে ওর বালিশ ঠিক করে দেয় কনা । সরকারি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে সে । কাছেই একটা স্কুলে চাকরি নিয়েছে যেনো বাবাকে নিবিড়ভাবে দেখাশুনা করতে পারে । কনা ছাড়া তো ফরিদ সাহেবের আর কেউ নেই ।

।। উনত্রিশ ।।

একাকী নিভৃতে

অনেক দিন বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় কনার । কি শব্দ করে না বৃষ্টি ঝরছে কনাদের ছাদে । কনার মনে পড়ে যায় সেই ছেলে বেলার কথা, মার কথা । আজ মা থাকলে কত না যত্ন করতেন বাবার ।

লুনার চিঠি এসেছে গত সপ্তাহে । মা হতে চলেছে লুনা । কনার কাছে দোয়া চেয়েছে । আরো লিখেছে, মামুন নূতন চাকরি পেয়েছে । মাস গেলে অনেক মাইনে । অচিরেই ওরা উঠে যাবে নূতন বাড়ীতে । আমেরিকাতে যেতে লিখেছে লুনা । একটু হেসে চিঠিটা রেখে দিয়েছে কনা । লুনাকে উত্তর দিয়েছে, যেন সে ফুটফুটে মেয়ের মা হতে পারে । বাবাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না কনা । একাকী নিভৃতে কেটে যাবে তার জীবন নন্দলাল দত্ত লেনের এই ছোট্ট বাড়ীতে ।

শেষ

Please comment about the book at : sayed.hossain@yahoo.com
WEBSITE: www.sayedhossain.com

Jan 10, 2009